সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য

ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

সাহাবী কবি কা'ব
ও
তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনের শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আ'দ : ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ॥ ই. ফা. প্রকাশনা : ১২০৪ ॥ ই ফা. গ্রন্থাগার : ২৯৭'৬৪ ॥ প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৪ শ্রাবণ ১৩৯১ জিলকদ ১৪০৪ ॥ প্রকাশক : হাফেজ মঈনুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ ॥ মুদ্রণে : তাওয়াক্কাল প্রেস, ৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১ ॥ বাঁধাইয়ে : এল রহমান এণ্ড কোং, ৩৭, সাবেক শরাফতগঞ্জ লেন, ঢাকা ॥

মূল্য : ১০'০০ টাকা

SAHABI KABI KA'AB O TAR AMAR KABYA'A BANAT SU'AD : The Poet Ka'ab, the Companion of Muhammad (Sm.) and his immortal poetical works Banat Su'ad written by Dr. Mujibur Rahman in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah. August 198 4

Price : Tk. 10·00
U. S. Dollar : 1·00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ডঃ মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

অধ্যাপক আলী আহমদ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.pathagar.com

এই লেখকের অন্যান্য বই

- কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা
- ইমাম বুখারী (রহঃ)
- ইমাম মুসলিম (রহঃ)
- ইমাম নাসাঈ (রহঃ)
- আল্লামা যামাখশারী (রহঃ)
- ইসলামের আদি যুগের একটি পরিবার
- ইসলামী সাহিত্য চর্চায় তসলিমুদ্দীন আহমদ
- মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা (১ম খণ্ড)
- মুহাদ্দিস প্রসংগ
- বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা
- মাজামীনে মুজীব (২য় সংস্করণ, নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত)
- কুরআন কণিকা (১ম খণ্ড)
- মিশরের ছোট গল্প

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

আরবী সাহিত্যে' বানাত সু'আদ' একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উন্নতমানের কাহিনী কাব্য। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই নবী প্রশস্তি কাহিনী কাব্যের আদর ও কদর। শুধু বাংলা-পাক-ভারতই নয়, বিদেশী যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রী বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর সকল শিক্ষায়তনের উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্যে এটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত। এজন্যেই বিশ্বের বহু উন্নত ভাষায় এটি গদ্যে ও পদ্যে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

পরিতাপের কথা যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভাষায় এ কাহিনী কাব্যের তেমন উল্লেখযোগ্য অনুবাদ ও আলোচনা হয়নি। তাই একাধিক ভাষায় অভিজ্ঞ, প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান এই অনালোচিত ও অপরিজ্ঞাত দিকটির প্রতি সুন্দরভাবে আলোকপাত করে বাংলা ভাষাভাষীদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিষয়বস্তুটিকে এ দেশের পাঠক-মহলের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বিভিন্ন উৎস, উপাদান-উপকরণ ও তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এ ধরনের গ্রন্থমালা প্রকাশের এক ব্যাপক কর্ম-সূচীর প্রেক্ষিতে এই বইটিকে ছাপার হরফে বের করার দায়িত্ব নিতে পেরে বেশ আনন্দিত। কাসীদায়ে 'বানাত সু'আদে'র শুধুমাত্র আরবী পাঠ এবং বাংলা অনুবাদই নয়, বরং মূল আরবী গ্রন্থমালার বরাতসহ ঐতি-হাসিক পটভূমির প্রতিও লেখক বিশদভাবে আলোকপাত করে আমাদের সবার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। শুধুমাত্র জ্ঞানপিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠক-পাঠিকাই নন, বরং আরবী-বাংলা-উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের এবং ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের শিক্ষক-শিক্ষার্থিগণও সমভাবে এই বই থেকে রসাস্বাদন এবং উপকার লাভ করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এ ব্যাপারেও প্রত্যয়ী যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এটিও জনসমাজ তথা পাঠক সাধারণের কাছে পূর্ববৎ গৃহীত ও স্বীকৃত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে এবং সুনাম কুড়াতে সমর্থ হবে। কারণ একদিকে

www.pathagar.com

হযরত কা'ব ইবনু যুহাইর (রাঃ) যেমন ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যতম প্রিয় সাহাবী ও প্রাণপ্রিয় কবি, তেমনি তাঁর এই কাসীদাও হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উন্নতমানের কাহিনী কাব্য। একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। নবীজীর দরবারে যে কয়জন সাহাবী কবি তাঁদের কাব্য-শক্তিকে ইসলামের সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, নিঃসন্দেহে হযরত কা'ব ছিলেন তাঁদেরই একজন। সুতরাং তাঁর কাব্য কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিসম্বলিত এই পুস্তিকাটি এসব থেকেও যে বেশ গুরুত্ব ও অপরিসীম মূল্যের ধারক হবে তা বলাই বাহুল্য।

বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর, সার্থক এবং সকল দিক দিয়ে সুখপাঠ্য করে পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য চেষ্টা করা হয়েছে। এটাই আজ আমাদের আনন্দের কারণ। আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সকল কাজই পারলৌকিক মুক্তির সম্বল করুন। আমীন!

এম. এ সোবহান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিশ্বে যেসব দেশ কাব্য রচনা করে জগতে খ্যাতি লাভ করেছে আরব তাদের মধ্যে অন্যতম। এমন এক সময় ছিল যখন আরবের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে কাব্য চর্চা হত। ধর্মে, কর্মে, প্রেমে, বিরহে, বন্ধুত্বে, শত্রুতায়, যুদ্ধে—জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই কবিতা ছিল তাঁদের আবেগ ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম। প্রাক-ইসলামী যুগে যেমন—ইসলাম-পরবর্তী সময়েও আরবের এই কাব্য চর্চার ঐতিহ্য দীপ্যমান ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় – এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে যে পরিমাণ ফারসী সাহিত্য ও কাব্যের চর্চা হয়েছিল আরবী সাহিত্য ও কাব্যের ততটা চর্চা হয়নি। ফলে আমরা আরবী সাহিত্যরত্নের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি নি। উর্দু সাহিত্যে সামান্য কিছু চর্চা হলেও বাংলা সাহিত্যে তা' প্রায় অনুপস্থিত ছিল। উপমহাদেশ বৃটিশের শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পর এখানে প্রবলভাবে প্রথমে ইংরেজী ও পরে পাশ্চাত্য সাহিত্যের চর্চা শুরু হওয়াতে আরবী ও ফারসী সাহিত্যে চর্চা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে যেতে আরম্ভ করে। কেবল ইংরেজীর মাধ্যমে অনূদিত কিছু কিছু ফারসী কাব্য বাংলাতে অনূদিত হলেও আরবী কাব্য ও সাহিত্য তেমন অনূদিত হয়নি। পূর্বসূরীদের মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, নওরুল ইসলাম এবং নূরুদ্দীন আহ্মদ যথাক্রমে

www.pathagar.com

বুসীরীর 'কসীদতুল বুরদা', বানাত সু'আদ, সামান্য কয়েকটি আরবী কবিতার ছন্দে কবিতা এবং আরব মুদাল্লিকে অনুবাদ করে আমাদের আরবী কবিতার ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে কবি আবদুস সাত্তারও বেশ কিছু আরবী কবিতার অনুবাদ করে আরবী কাব্যের ভাব সম্পদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করান। কিন্তু এ যে বিরাট আরবী সাহিত্যের তুলনায় খুবই সামান্য উপহার তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মীয় কারণে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সংযোগ আছে এবং সজন্য সে ভাষায় রচিত সাহিত্য ও কাব্যও আমাদের কৌতূহলী পাঠকের জানা আবশ্যক। যেহেতু মাওলানা মুজীবুর রহমান কৃত কবি কা'ব রচিত বানাত সু'আদ বাঙালী পাঠককে আরবী কাব্য পাঠে আগ্রহী করে তুলছে এই ভরসায় আমরা এই অনূদিত কাব্যটি প্রকাশ করলাম। বলা বাহুল্য, মাওলানা মুজীবুর রহমান কবি কা'ব ও তাঁর বানাত সু'আদ'কে পরিচয় করিয়ে দিতে যে দীর্ঘ ভূমিকাটি লিখেছেন সেই গবেষণাধর্মী ভূমিকাটি আমাদের গবেষকদের জন্যে একটি তথ্যবহুল সমৃদ্ধ রচনার দাবীদার। বইটি আমাদের বাংলাদেশী পাঠকদের ধর্মীয় ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সাহায্য করুক—আল্লাহ্‌র দরবারে আমরা সেই প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

সত্যিকারের রসিক পাঠকের কাছে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য-পাঠের মতো আনন্দদায়ক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। আর সে সাহিত্য যদি হয় সেকালের অর্থাৎ হাজার বছর আগেকার তা হলে তো কথাই নেই। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন কবিরা যে ধরনের কাব্যশৈর্ষ নিয়ে যে অনুপম ঐতিহ্য নির্মাণ করে গেছেন তা আজো পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এঁদের মধ্যে ইমরুল কায়েসের নাম কে না জানে? তাঁর এ অনুপম কাব্য 'সাবা মু'আল্লাকা' পাঠকের কাছে সর্বকালের সম্পাদকরূপে পরিগণিত। তাঁরই মতো আর একজন কবি কা'ব, যাঁর অনবদ্য কাব্য 'বানাত সু'আদ' অমরত্বের দাবি করতে পারে। 'বানাত সু'আদ' মূলত একটি নবীস্তুতিমূলক কাব্য। 'সু'আদ' তার প্রিয়তমার নাম' যার বিরহ ও আর্তিতে কবিপ্রাণ চঞ্চল ও ব্যাকুল।

জানা যায় যে, কবি কা'ব এক সময় হযরত রসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে একটি কুৎসাপূর্ণ কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর অতুলনীয় কবিত্বশক্তি যে পরিণামে কিভাবে হযরতের প্রীতি ও সহানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হলো তার এক চমকপ্রদ বর্ণনা কাব্যের মধ্যে বিদ্যমান। এতোদিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে কবি কা'ব এবং তাঁর এই 'বানাত সু'আদ'-এর পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। মরমী কবির কাব্য-রসধারা উৎস সন্ধান করা এবং তাঁকে রসিক পাঠক সমীপে উপস্থাপন ও কণ্ট স্বীকার করার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থকার জনাব মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উদ্যোগী না হলে এই চমৎকার রচনা পাঠ থেকে পাঠক নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হতেন। আরবী সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান সেই যুক্তিবাদী ও রসিক লেখক, যাঁর কথা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি। অধ্যাপক সাহেবের পক্ষে প্রশংসার কথা যে, আমরা যাঁরা আরবী সাহিত্য বিশেষত সেকালের আরবী সাহিত্যের এলাকা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন তাঁরাও তাঁর এ রচনাটি পড়ে কবি কা'ব ও তাঁর রচনা বৈশিণ্ট্য সম্পর্কে বিলক্ষণ জানতে পারবেন।

কবি কা'ব ও তাঁর কাব্য-কাহিনী বিষয়ে লিখতে গিয়ে লেখক বিষয়-বস্তুকে যথেণ্ট প্রামাণ্য করার চেণ্টা করেছেন। কেবল আরবী ভাষাই

www.pathagar.com

নয়, ইংরেজী, বাংলা, এবং উর্দু সাহিত্য থেকেও তিনি যুক্তি ও বক্তব্য পেশ করেছেন। মুজীবুর রহমান সাহেবের ভাষা প্রাঞ্জল ও ঝরঝরে। এ ধরনের রচনার জন্যে এমন প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহারের ফলে রচনাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আরবী কবিতার উদ্ধৃতি ও তৎসহ বাংলা অনুবাদ (এবং কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন ভাব) সংযোজন করার জন্য পাঠক কাব্যের মূলের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন এবং বঙ্গানুবাদের উদ্ধৃতি দেওয়ার ফলে মূল রচনার রসাস্বাদন করারও অবসর পাবেন।

বইখানির ভাষাশৈলী ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে পারলে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের নাম বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল লেখক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি গ্রন্থকার জনাব ডঃ মুজীবর রহমানের সাফল্য এবং বইখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

গোলাম সাকলায়েন

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকী

হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্র—হাম, সাম ও ইয়াফেস। মধ্যম পুত্রের বংশধর সামীয় নামে খ্যাত আর তাঁদের মুখজাত ভাষা সামীয় ভাষা নামে আখ্যায়িত। আরবী সেমেটিক বা এই সামীয় ভাষা গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত এক জীবন্ত ভাষা। এ ভাষার উন্মেষ ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার (৩০০০) থেকে খ্রীস্ট পরবর্তী পাঁচশো (৫০০) অব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে। সুতরাং আরবী সাহিত্য সাধনার ইতিহাস প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো। এই দীর্ঘ কালের সাহিত্যিক গতি-প্রকৃতিকে সংক্ষেপে গুছিয়ে বলাও দুরূহ। কালচক্রের সাথে সাথে আবর্তিত হয়েছে ইতিহাস ও সাহিত্য। তাই আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই একই কথা।

আরবী ভাষার ন্যায় আরবী কাব্যের সূচনা ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস সম্পর্কে আমরা এর যে প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাই, তা রীতিমতো সুসমৃদ্ধ ও সমুন্নত। আর তার রচনাকালও পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের মাঝে সীমিত। অথচ এর আগে আরবী কাব্য নিয়ে যে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, একথা স্বীকার না করে কোন উপায় নেই। কারণ কোন সাহিত্যই তার উষালগ্নে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না বরং তা' প্রাপ্ত হয় বহু মাজাঘষা ও বহু অখ্যাত অজ্ঞাত কবির সাধনা ও ব্যর্থতার পর একটা জীবন্ত ভাষা হিসেবে আরবীর পরিবর্তন ও পরিমার্জনও ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আরবী কাব্যের মধ্যে আমরা অপরিণত রূপের তেমন কোন নিদর্শন খুঁজে পাই না। এর কারণ সম্ভবত বেশীর ভাগ প্রাচীন আরবী কবিতাই লোক-স্মৃতি ও শ্রুতির উপর নির্ভর করে সংরক্ষিত হয়েছে এবং এভাবেই প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে; আর যে-গুলো সর্বজনগ্রাহ্য ও রসোত্তীর্ণ সেগুলোই শুধু টিকে রয়েছে।

প্রাচীন আরবী কবিতা সত্যিই এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এর সংখ্যা এত বেশী যে, মনীষী ইবনু কুতায়বার মতে শুধুমাত্র একটি কবীলার কবিতা-সমূহকে গণনা করা এবং এর প্রাচুর্যকে ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যেতো। সুখের বিষয় যে, যুগের পর যুগ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরবের বিভিন্ন পেশাদার 'রাবী' বা আবৃত্তিকারী এবং বিভিন্ন সময়কালের সংকলকদের মাধ্যমে এই বিশাল প্রাচীন আরবী কাব্য ভাণ্ডার আজ বিস্মৃতি

www.pathagar.com

ও অবলুণ্ঠির হাত থেকে পুরোপুরি রক্ষা পেয়েছে। ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টি-গতভাবে আরবের অসংখ্য গোত্র ও শ্রেণীর কবিতাসমূহ বিভিন্ন সংকলন ও সংগ্রহে নানা পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ও সংগৃহীত হয়েছে।

সাহাবী কবি হযরত কা'ব ইবনু যুহাইর (রাঃ) রচিত অমর কাব্য 'বানাত সু'আদ' প্রাচীন আরবী কবিতারই অন্তর্ভুক্ত ও নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হযরত কা'ব ইবনু যুহাইর (রাঃ) এই কাসীদা বা গীতিকাব্যটি রচনা করেছিলেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়-সন্ধিক্ষণে। রচনার কারণ ও তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং কবি-পরিচিতি ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আমি বিস্তারিতভাবে প্রমাণপঞ্জীসহ বিধৃত করেছি এ বইয়ের মধ্যে। কারণ আরবের যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক পরিবেশে এ কাহিনী কাব্য রচিত ও অনুশীলিত হয়েছিল, তার বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত এবং পূর্বাভাসও দেয়া হলো। কারণ এটা না হলে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এ বিষয়ে রসাস্বাদন করা একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এ কাহিনী কাব্যের পটভূমির মাধ্যমে এ সম্পর্কিত একটা ঐতিহাসিক স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার পরে পাঠকবর্গকে কাব্যের গভীরে প্রবেশ করাবার প্রয়াস পেয়েছি। তারপর আমি এর বাংলা তরজমা পরিবেশন করেছি। পরিশেষে অনুবাদ অংশের উপসংহার হিসেবে পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে মূল আরবী পাঠও সংযোজিত করেছি। কারণ শুধু আমাদের দেশ কেন, বিদেশী যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশের প্রায় সকল শিক্ষায়তনের উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্যে এটি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর অপূর্ব জনপ্রিয়তা এসব কারণে বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। পটভূমির অনুসংগে আমি একথাও বলার চেষ্টা করেছি যে, এ পর্যন্ত বিশ্ব-জাহানের কোন্ কোন্ উন্নত ভাষায় 'বানাত সু'আদ' কাহিনী কাব্যের গদ্যানুবাদ বা পদ্যানুবাদের তথ্য সংবাদ পাওয়া যায় অথবা আদৌ পাওয়া যায় কি না?

এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মর্তব্য যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং পরিপুষ্টি সম্পর্কে আমাদের ন্যায়সংগতভাবে গর্ব পোষণ করা সত্ত্বেও এ ভাষায় 'বানাত সু'আদ' নামক এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও উন্নত-মানের কাহিনী কাব্যের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অনুবাদ ও আলোচনা হয়নি বললেও চলে। দেশের প্রখ্যাত মনীষী, বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত এবং জ্ঞান

www.pathagar.com

তাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহুদিন আগে এই আলোচ্য গীতিকাব্যের বাংলা তরজমা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সে আলোচনা ততোটা বিশদ ও তথ্যনির্ভর ছিল না। তাছাড়া ছিটেফোঁটা কিছুটা আলোচনা হয়তো আরও হয়েছে, যেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি এ বইয়ের অভ্যন্তরে; কিন্তু সেগুলো তেমন তথ্যবহুল ও উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলাভাষার জন্যে এটা সত্যিই একটা লজ্জাকর ও পীড়াদায়ক ব্যাপার। মাতৃভাষা তথা বাংলা সাহিত্যের এই দীনতা দূরীকরণের জন্য আমি নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও মনের অন্তর্নিহিত আবেগকে সংবরণ করতে না পেরে এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছি। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ কতোদূর সার্থক ও ন্যায়সংগত হয়েছে—সে বিচার-বিশ্লেষণের ভার রইলো বিদগ্ধ পাঠকবর্গের ওপর।

অমর কাহিনী কাব্য কাসীদায়ে 'বানাত সু'আদ' সম্পর্কিত লেখাগুলো আজ থেকে বহুদিন আগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রামের আত্ তাওহীদ' নামক মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়। ছাপার হরফে পত্রিকায় বের করার জন্যে দূর্বার আগ্রহ ও সৌজন্য প্রদর্শন করেছিলেন এর সুযোগ্য সম্পাদক মওলানা মুহাম্মদ হারুন এবং তাঁর উত্তরসূরি অধ্যাপক মুহম্মদ রশীদ। বর্ষ পরিক্রমা তথা সময় কালের আবর্তনে এঁরা উভয়েই আজ বহুদূরের ব্যবধানে অবস্থানরত। প্রথমোক্ত জন সাগর পাড়ি দিয়ে আজ মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিরত। আর দ্বিতীয় জন আমার প্রিয় ছাত্র এবং আরবী ও ফারসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

উত্তরকালের এক সুন্দর সোনালী প্রভাতে আমার এ লেখাগুলো উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যে পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে বহির্জগতের মুক্ত আলো বাতাসের সংগে সুপরিচিত হতে পারবে—এ আশা তখন আমার কাছে ছিল একেবারে সুদূরপরাহত। কিন্তু তাও আজ বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জনাব এম এ. সোহবান সাহেব, প্রকাশনা পরিচালক জনাব অধ্যাপক মোঃ আবদুল গফুর, হাফেজ মঈনুল ইসলাম ও শেখ ফজলুর রহমান প্রমুখ চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ ব্যক্তির সৌজন্যে। চারদিকের হতাশা ও দুরাশা পরিবেষ্টিত গাঢ় তিমির জালের মাঝে এঁরা আশার আলো হাতে নিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই শুভক্ষণে আর এই সুন্দর সোনালী লগ্নে আরও একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ইনি

www.pathagar.com

হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ গোলাম সাকলায়েন। তিনি শুধুমাত্র উৎসাহউদ্দীপনা দানে ক্ষান্ত হননি, বরং বইয়ের শুরুতে মূল্যবান মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার জালে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের সবার সহমর্মিতা, মননশীলতা ও হৃদ্যতা আজ বারবার আমাকে অভিভূত করছে। তাই এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া জানাই।

এ প্রসংগে আরও কয়েক জনের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সহায়তা ও সহৃদয়তার কথা আজ ঘুরেফিরে বারবার আমার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে। এরা আমার অনুজ প্রতিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র যশোর জেলা নিবাসী মো: রুহুল আমীন, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র দিনাজপুর জেলার বিরোল থানার বাজিতপুর নিবাসী আ. ফ. ম. আখতারুজ্জামান, কুমিল্লা জেলার চর-ভৈরব নিবাসী আবদুল মালেক, রাজশাহী জেলার নওগাঁর ধামুইরহাট থানার মাহমুদপুর নিবাসী মুহাম্মদ সুলায়মান, রাজশাহী চাঁপাই নবাবগঞ্জের হিফ্‌যুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুল লতীফ এবং বিলকিস বেগম ও ফাতেমা যোহরা প্রমুখ। এদের সাথে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সে দিকটার কথা বিবেচনা করলে আর যা-ই হোক, অন্তত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চলে না। শুধুমাত্র উল্লেখ করাই চলে।

বই প্রকাশের প্রাককালে একদিকে যেমন বুকভরা আকর্ষণীয় আনন্দ ও গর্ববোধ করছি, অন্যদিকে ঠিক তেমনি মর্মে মর্মে পীড়া অনুভব করছি। পীড়া অনুভবের কারণ এই যে, বিভিন্ন বাধা-বন্ধন ও প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে বইখানিকে আমি মনের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে সুবিন্যস্ত করে তুলতে এবং আকর্ষণীয়রূপে সুধী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে ধরতে এবারের মতো অপারগ রইলাম। তবু এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করে বাংলার সুধী সমাজ আমার এ অকিঞ্চিতকর প্রচেষ্টা থেকে যদি কিছুমাত্র উপকৃত হতে পারেন তাহলে আমি সকল শ্রম সার্থক ও সফল বলে মনে করবো।

সময়াভাবে এবং অনিবার্য কারণে আরও কতিপয় প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা থেকে আপাতত বিরত থাকতে বাধ্য হলাম। অনাগত ভবিষ্যতে সেগুলোর যথাযোগ্য সংযোজন, ভ্রান্তি-প্রমাদের

www.pathagar.com

আমূল সংশোধন এবং অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিশোধনের দুর্বার বাসনা অন্তরে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান রইলাম। শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকার খিদমতে আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ রইলো যে, এ বইয়ের পত্রান্তরালে কোন প্রকারের ভ্রম-প্রমাদ তাঁদের নজরে পড়লে এবং সে বিষয়ে মেহেরবানী করে আমাকে জানালে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। তাঁদের কাছে আমার আরো অনুরোধ যে, এ বইয়ের উন্নতিকল্পে অন্য কোন রকমের কার্যকরী প্রস্তাব থাকলে সে সম্পর্কে তাঁরা যেন আমার সাথে পত্রালাপ করেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সে-গুলো পরম সাদরে কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হবে এবং আগামী সংস্করণে সংযোজিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হবে।

পরিশেষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিনীত প্রার্থনা যে, আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যেন তাঁর সমীপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবুল হয় এবং তা পারলৌকিক মুক্তির উপায় হয়ে দাঁড়ায়। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনোদপুর, কাজলা
রাজশাহী
১.৬.১৯৮২

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

www.pathagar.com

রাতের আঁধার কেটে গিয়ে বিচ্ছুরিত হয় দিনের আলো। আবার দিনের আলো নিভে গিয়ে সূচিত হয় নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রাত। এটা জগতেরই একটা চিরন্তন অমোঘ নীতি, প্রকৃতির চিরাচরিত লীলা-খেলা। এমনি করেই অনন্ত ইতিহাসে, কাল-সাগরের করাল কবলে বিলীয়মান হয় সপ্তাহ ও পক্ষগুলো। তারপর মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছরগুলো। এমনিভাবে কালের চাকা ঘুরতে থাকে অবিরাম গতিতে, অস্থির প্রবাহে। আর নতুন করে সৃষ্টি হয় যুগ, কাল ও শতাব্দীর। ঠিক এমনিভাবেই প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগে আরব উপদ্বীপে উষর ধূসর তপ্ত মরু বালুকায় আত্মপ্রকাশ করলো চাঁদের ন্যায় ফুটফুটে একটি সুন্দর শিশুপুত্র। নাম তাঁর কা'ব। তিন অক্ষরের ছোট্ট এই নামটি। আরবী অভিধানে এই নামের অর্থ হয় 'পায়ের গোড়ালীর বর্ধিষ্ণু অস্থি'। এই শিশু প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'মুআল্লাকা'র প্রখ্যাত কবি যুহাইরের পুত্র। এঁদের খান্দান ছিল যথার্থ অর্থেই কবি-পরিবার।

কবি কা'বের কুলজীনামা বা বংশ-তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আবু ওকাবা কা'ব বিন যুহাইর ইবনু আবি সুলমা রাবীয়াহ্ আল মুযানী ইবনু রিয়াহ্ বিন ফরয বিন হারিস বিন মাযিন বিন খালাওয়াহ্ বিন সালাবাহ্ বিন উসমান বিন মুযাইনা ইবনু উদাদ ইবনু তাফেহা ইবনু ইলিয়াস ইবনু মুযার ইব্নু নাযার ইব্নু মা'আদ ইব্নু আদনান। কেউ কেউ তাঁকে বানু গাতফানের লোক বলে মনে করেন। কারণ বানু মুযাইনা এক সময়ে বানু গাতফানের দেশেই বসবাস করতেন।[১] তাঁর মাতার নাম ছিল কাবশাহ্ বিনতু আম্মার। মাতা কাবশাহ্ ছিলেন বানু সুহাইম গাতফান গোত্রের মেয়ে।[২] কাব্যচর্চায় এঁরও ছিল যথেষ্ট দখল।

কবি কা'বের পিতা যুহাইর ইব্নু আবি সুলমা আল মুযানীও ছিলেন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি এবং আরবী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁর রচিত বিখ্যাত সংলাপ 'সাবউ মুয়াল্লাকা' বা 'ঝুলন্ত কাব্য সপ্তক' -এর তৃতীয় মুয়াল্লাকা আরবী সাহিত্যের সুবিখ্যাত অনুপম কাব্য। এই যুহাইর অশীতিপর বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েও সপ্ত মুয়াল্লাকার

১. ইবন, হাজার ঃ আল-ইসাবাহ, মিসরে ১৩২৮ হিঃ মুদ্রিত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৫। ইবন, আবদিল বার ঃ আল-ইসতিয়ার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭। ইবনুল আসীর ঃ উসদুল গাবা' ফী মারিফাতিস সাহাবা, (হায়দরাবাদ, ডেকান) পৃঃ ২১৯।

২. হান্নাহ আল্ কাখ্রী ঃ তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২২৪।

www.pathagar.com

এই তৃতীয় অনবদ্য কাসীদাটি রচনা করেছিলেন। সমসাময়িক কবিরা তাঁর এই কাব্যপাঠে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অন্ধকার আরবের এই কবিতাগুলো একদিকে যেমন আরবী সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ অপরদিকে তেমনি এগুলো প্রাণচঞ্চল, উচ্ছল-উদ্দাম স্বাধীন প্রকৃতির মরু-বেদুঈন জীবনের এক আলোকোজ্জ্বল স্বাক্ষর। এতে প্রেম, বিরহের বিচ্ছেদ ব্যথা প্রেমিকার রূপ বর্ণনা, তাদের প্রধান বাহন উট-ঘোড়া ইত্যাদির অপরূপ গতি গঠন এবং স্তুতিবাদ, যুদ্ধ, বীরত্ব ও জলসা অনুষ্ঠানের অপূর্ব বর্ণনার মাধ্যমে এক বিচিত্র জীবনধারা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সত্য কথা বলতে কি, প্রকৃতির অজস্র ভাণ্ডার থেকে আহরিত শিক্ষার সাহায্যে প্রাচীন মরু বেদুঈনরা যে অপূর্ব কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তা কবিত্বে ও বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশে দুনিয়ার কোনও দেশের যে-কোনও কালের সাহিত্য থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, সুখে দুঃখে, সম্পদে-বিপদে নিজের বীরত্বপূর্ণ ভাব ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করার সময়, উৎসবে, বার্ষিক মেলায় নিজের বংশ গৌরব ও প্রতিপক্ষের কুৎসা রটনার সময় উত্তেজিত আরবের মুখ দিয়ে যা কিছু নিঃসৃত হতো তা সবই কবিতা।

বস্তুত প্রকৃতির কোলে অতি স্বাভাবিকভাবে আরবদের কাব্য প্রতিভা এমনভাবে বিকশিত হতো যে, আবেগ, উচ্ছ্বাস, শোক ও ক্রোধের সময় আরব নরনারী হঠাৎ যেসব গাঁথা আবৃত্তি করতো সেগুলোকে যথাক্রমে পবিত্র গাত্রে নির্গত নির্মল নির্ঝরণীর স্বচ্ছ সলীল এবং আগ্নেয়গিরির ভীষণ লাভা প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করলে আদৌ অত্যুক্তি হবে না। বাংলার কবির ভাষায়ঃ

আরবের যত গানের কবিরা
কুলসুম, ইমরুল কায়েস,
এই বেদুঈন গোষ্ঠীতে তারা
জন্মিয়াছিল এই সে দেশ!
... ...
আরবের প্রাণ, আরবের গান,
ভাষা আর বাণী এই হেথাই;
বেদুঈনদের সাথে মুসাফির
বেশে ফিরিতো গো সর্বদাই।[১]

১. কাজী নজরুল ইসলাম: মরু ভাস্কর, পৃঃ ১৫।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত কবি যুহাইর বিন আবি সুলমা এমনি এক কাব্যিক পরিবেশে জন্ম নিয়ে কাব্যচর্চা তথা আরবী সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে তাঁর আরব উপদ্বীপে কদর ছিল অনন্য। যুহাইর ছাড়া 'সাবউল মুয়াল্লাকা' বা সপ্ত ঝুলন্ত কাব্যের প্রাক্-ইসলামিক বাকী কবিদের নাম যথাক্রমে ইমরুল কায়েস, তারাফা, লাবীদ, আনতারা, আমর ও হারিস। কিন্তু এইসব প্রখ্যাত কবি বংশধররা কাব্যের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ততোটা সম্পৃক্ত হতে পারেন নি-যতোটা পেরেছিলেন কবি কা'বের পিতা যুহাইরের খান্দান বা বংশধর। যুহাইরের পিতা আবু সুলমা রাবীয়া আল-মুযানী এবং তাঁর মামাও ছিলেন নামজাদা কবি। তাঁর দু'বোন—সালমা ও খান্‌সা—ছিলেন সে যুগের প্রথিতযশা মহিলা কবি। তাঁর মেয়ে খান্‌সা এবং দুই ছেলে আবু ও কাবা কা'ব ও যুহাইর ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি। কিন্তু তুলনামূলক-ভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম মানদণ্ডে যাচাই করলে দেখা যায়, এই পুত্রদ্বয়ের চাইতে পিতা যুহাইরের কাব্যই ছিল শ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য। আবার কা'বের দুই পুত্র ওকবা মুনার্বার এবং আওয়ামও ছিলেন সে যুগের নামজাদা কবি। মোট কথা, কবি কা'বের বংশধরদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ মিলে মোট এগারজন কবি ছিলেন। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ কারণেই আজও এই খান্দানের নাম স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায়।[১]

ইকরামা তাঁর পিতা জারীরকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ জাহি-লিয়াতের যুগে এবং ইসলামের সোনালী যুগে প্রসিদ্ধতম কবি কে? তদুত্তরে তিনি বলেন ঃ প্রাক-ইসলামী যুগের সুপ্রসিদ্ধ কবি হচ্ছেন যুহাইর বিন আবি সুলমা এবং ইসলামী যুগে ফারাস্‌দাক।

জীবনের প্রাথমিক যুগে যুহাইর ছিলেন কবি আউস ইব্‌নু হাযারের আবৃত্তিকারক (Rhapsodist)। যুহাইরের কাব্য থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন তাওহীদবাদী এবং পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। সমসাময়িক ইয়াহুদী খ্রীস্টানদের সঙ্গে থেকেই তিনি এই ধর্মবিশ্বাস লাভ করেছিলেন। যুহাইর তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

---

১. ইবন্‌ কুতাইবা দিনাওয়ারী ঃ কিতাবুশ শের ওয়াশ শুয়ারা, ১ম খণ্ড ,১২ পৃঃ, কায়রো, ১৩৬৪ হিঃ ঃ আবু সায়দ মুহাঃ আল কারশী ঃ 'জামাহারাতু আশআরিল আরাব (দারে সাদির, বৈরুত ঃ ১৩৮৩ হিঃ) পৃঃ ৫৭। ইবন্‌ আবদিল বার কুরতুবী ঃ 'আল ইস্‌তিয়ার ফী তামঈনিল আসহাব' (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৯৯১ পূর্বে উল্লিখিত 'আল ইসাবা' গ্রন্থের বর্ডারে মুদ্রিত।

www.pathagar.com

ভুল শোধবার সময় দিয়ে
উঠবে সে সব আমলনামায়
রইবে জমা রোজ হাশরে
শাস্তি শেষে নামবে মাথায়।

হযরত ওমর (রাঃ) মুহাইরের উপর অন্য কোন কবিকে প্রাধান্য দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ তিনি সব চাইতে প্রসিদ্ধ কবি, যিনি তাঁর কবিতায় 'মান্ ও মান্' ইত্যাদি আরবী শব্দগুলো উচ্চারণ করে থাকতেন। যেমন ঃ

ওয়ামান হাবা আসবাবাল মানায়া ইনাল নাহ—
ওয়াইন যারকা আসবাবাল সামায়ী বিসুল্লাবি।

অর্থাৎ, মৃত্যু থেকে যতই পালাও
মরণ তোমায় লইবে ঘিরি,
যদিও সুদূর আকাশ 'পরে
লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি।
পরের হিতে বিলায় না যে
চিত্ত তাহার বিত্তশালী,
পরওয়া তাহার কেউ করে না
নিন্দা তাহার ভাগ্যে খালি।
যে জন সদাই বহন করে
পরের বোঝা আপন কাঁধে
নাই ক্ষমা তার, পড়বে সে জন
লাঞ্ছনা ও লাজের ফাঁদে।
স্বভাব যাহার কোমল নহে
কর্মে রূঢ় কঠোর অতি,
দীর্ণ হবে দন্তে পায়ে
পিষ্ট হবে তাহার গতি।
বিলায় যে জন পরের তরে
মুক্ত হাতে উদার মনে,
ধরায় তাহার মান মহিমা,
নিন্দা তাহার নাই ভুবনে।[১]

১. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ১৩৬৭· পৌষ-চৈত্র সংখ্যা। বাংলা কাব্যানুবাদ ঃ মাওলানা নূরুদ্দীন আহমদ, পৃঃ ৭২।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, হযরত ওমর (রাঃ) কবি যুহাইরকে 'আশয়ারু শুয়ারাইল আরাব' বা আরবের শ্রেষ্ঠতম কবি নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।[১] কবি যুহাইর সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশো বছরের বেশী। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। সমসাময়িক ইয়াহুদী, খ্রীস্টানদের সংসর্গে বসবাস করে তিনি বিলক্ষণ এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, শেষ নবীর আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। অবধারিত মৃত্যুর পূর্বে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন ছিল নিম্নরূপ ঃ

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। নিথর প্রকৃতি। চারদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে শুধু দূর থেকে ভেসে আসা উটের ডাক, অশ্বের হ্রেষা রব আর মরূদ্যান থেকে বয়ে আসা সেই দূরাগত বাতাসের শন শন শব্দ। রাতের কালো বুকে সকরুণ একটানা একঘেয়ে সুরের সৃষ্টি। সত্যই কী অদ্ভুত এ রাতের লীলাখেলা।

দীর্ঘ অফুরন্ত ও অন্তহীন এ রাত। কোথাও যেন এর শেষ নেই, ছেদ নেই। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। দিনের আলোকরশ্মিকে ম্লান করে দিয়ে চারদিকে তিমিরজাল ছড়িয়ে সে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুর্জয় সত্তা, অসীম অজেয় শক্তি যেন সে প্রয়োগ করেছে বিজিত দিনের উপর।

হঠাৎ করে সেই অমানিশার ললাটে ফুটে ওঠে দু'-একটি সুন্দর উজ্জ্বল ছোট ছোট তারকা। আর সেই নীলাকাশের ছোট তারকা থেকে নীচে নেমে আসছে একটি সুন্দর রজ্জু এই ধূলির ধরণীতে। তিনি হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলেন শূন্য মার্গ থেকে ঝুলন্ত সেই রজ্জুকে। কিন্তু পারলেন না ধরতে, রজ্জু তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেল। তিনি বিফল ও নিরাশ হলেন। আর এখানেই তাঁর সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পরে তিনি সেই স্বপ্নের তাৎপর্য এভাবে নির্ণয় করলেন যে, তাঁর যুগেই একজন সত্যনবী প্রেরিত হবেন; কিন্তু সেই মহানবীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে না। সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঝুলন্ত রজ্জুটি ছিল আখেরী নবীর প্রতীক, আর তাঁকে হাতের মুঠোয় ধরতে পারাটা ছিল ঈমানের

১. আবু যায়দ কারশী ঃ 'জামহারাতু আশয়ারিল আরাব' ঃ পৃঃ ৫৭, বৈরূত, ১৩৮৩ হিঃ।

www.pathagar.com

প্রতীক। অবধারিত মৃত্যুর আগে তিনি স্বীয় পুত্র কা'ব ও বুজাইরকে অসীয়ত করলেন আসছে মহানবীর উপর ঈমান আনতে, আর বললেন, "যে ব্যক্তি তাঁকে পাবে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা হবে অপরিহার্য, আশু কর্তব্য।" সুতরাং মহানবী (সঃ)-এর কাছে যে সমস্ত আসমানী খবরা-খবর এবং ঐশীবাণী আসবে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও হবে উভয় পুত্রের প্রতি অবশ্য কর্তব্য।

পরবর্তীকালে কবি যুহাইরের এই মরণ পারের অসীয়ত মর্মে মর্মে সফল ও সার্থক হলো। উভয় পুত্রই পৌত্তলিকতা চিরতরে পরিহার করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। আর তাঁরা হলেন প্রকৃত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত।

কবি যুহাইর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছর আগে মানব লীলা সংবরণ করেন।[১]

এই ঘটনাটির প্রতি জনাব এম. হেদায়েত হোসেন নিম্নরূপ আলোকপাত করেন ঃ

"He (Zohair) is said to have frequented the society of men learned in the various religious then existing, and he thus became aware of the impealling appearance of a great Apostle who would unite mankind in the pure worship of One sole God. He is said to have seen in a vision a rope let down from he a men, which he tried to catch, but which he found to be beyond his reach. This he interpreted to himself as a revelation that advent of long expected Apostle was at hand, but that he himself would not like long enough to see and hear him. He told all these things to his sons, and advised them to accept the teachings of new Apostle if he would appear in their time. Zohair Died."[২]

যা-ই হোক আমাদের আলোচ্য কবি কা'ব ইবনু যুহাইর কাব্যিক পরিবেশে জন্ম নিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রেই কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী হয়ে-

১. আবদুল্লাহ বিন হিসাম আনসারী ঃ শরাহ বানাত সু'আদ এবং ইব্রাহীম আল বাজুরী ঃ আল-ইসাআদ পৃঃ ৩—৪।

২. M. Hedayat Hussains article on Banat Suad of Kab bin Zohair' Islamic culture, Hyderabad, Decan P. P. 67.—78.

www.pathagar.com

ছিলেন। বাগ্মিতা ও বাকপটুতায় তিনি সারা আরব উপদ্বীপে ছিলেন প্রখ্যাত। খালফ আল আহমার বলেন: 'যুহাইরের রচিত লম্বা লম্বা কাসীদা না থাকলে আমি কা'বকেই তাঁর উপর প্রাধান্য দিতাম।'[১] যৌবনের প্রথম উন্মেষেই কবি কা'ব ইসলামের বিরোধিতায় কুৎসাপূর্ণ কাব্য রচনা ও তার ব্যাপক প্রচার দ্বারা উত্তেজিত করতে লাগলেন জাহেলী আরবের আপামর জনসাধারণকে। আবদুল্লাহ্ ইবনু যাবআ'রাহ এবং আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস প্রমুখ পৌত্তলিক কবির সাথে যোগ দিয়ে তিনি ইসলামের বিরোধিতার কাজে ছিলেন বিশেষ অগ্রগামী। অবশ্য কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত, কা'ব ইবনু মালিক এবং আবদুল্লাহ্ ইবনু রাওয়াহা নামক রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিশিষ্ট কবিত্রয় এঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিতেন। এই আবদুল্লাহ্ ইবনু যাব-আ'রাহ অবশ্য পরবর্তীকালে কলমায়ে শাহাদত পাঠ করে ইসলামের শীতল ছায়ায় ফিরে এসেছিলেন।[২]

কা'ব ইবনু যুহাইরের কাব্যকলা মূর্তিপূজারী আরবদের মনে একটা বিরাট আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আর ঠিক দুশমনের রণভেরীর মতোই সৃষ্টি করেছিল আরবদের গণমনে ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিক্ষোভ। ওহুদ এবং খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের আগে তিনি মূর্তিপূজারী আরবদেরকে অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এ ছাড়া মুসলিম নারীদের প্রতি অতি জঘন্য ও অশ্লীল, অকথ্য ভাষায় গালা গালি দিয়ে তিনি কবিতা রচনা করতেন।

নবী মুস্তফা (সঃ) তাঁর জানী দুশমনদের অপরাধ অম্লান বদনে মার্জনা করতে পারতেন, তা সে যতো বড় অপরাধী বা দুষ্কৃতকারীই হোক না কেন; কিন্তু ধর্ম তথা ইসলামের দুশমনকে ক্ষমা করার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। এ কারণে স্বভাবসুলভ দয়া-দাক্ষিণ্যে যেমন তিনি ছিলেন ফুলের মত কোমল, ঠিক তেমনি ধর্মের ব্যাপারেও ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন।

হিজরতের অষ্টম সালে মক্কা বিজয়ের পর নবী মুস্তফা (সঃ) প্রায় সকল অপরাধী ও অমার্জনীয় দুষ্কৃতকারীদের মুক্ত অন্তরে ক্ষমা করেন। কিন্তু গুরুতর ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে তিনি প্রায় দশজনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই দশজনের মধ্যে সাতজনকে পরবর্তীকালে মুক্ত অন্তরে ক্ষমা করা হয়,

১. সুরকানী: শারাহ্ মাওয়াহিব, ৩য় খণ্ড: পৃ: ৫৫।

২. আল্লামা শিবলী নু'মানী: সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড: পৃ: ৫২৫।

www.pathagar.com

তাঁদের অনুতপ্ত হওয়ার কারণে। আর বাকী তিনজনকে গুরুতর খুনের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদের হত্যার বৈধতা ঘোষণা করা হয়। এদের মধ্যে দু'জন চরম দুষ্কৃতকারী পুরুষের নাম আবদুল্লাহ ইবনু খাতাল ও মাকয়াবা ইবনু সাবাবাহ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিল উম্মু হানীর স্বামী।[১] বাকী একজন মেয়েকেও গুরুতর অপরাধের জন্য যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, তার নাম কুরাইযা উম্মু সারাহ।[২]

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে প্রাণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এবং নিজেদের গুরুতর অপরাধের ভীষণ শাস্তির কথা চিন্তা করে উপরিউক্ত দশজন দুষ্কৃতকারী মক্কা থেকে পলায়ন করে দেশান্তর হয়েছিল। আত্মকৃত গুরুতর পাপের প্রবল অনুভূতিই তাদেরকে দেশান্তর হতে বাধ্য ও তৎপর করে তুলেছিল।

এই পলায়নকারীদের মধ্যে ছিলেন কবি কা'ব ও তাঁর ভাই বুজাইর। কবি কা'ব শুধু যে আঁ-হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, বরং তিনি আঁ হযরত (সঃ)-কে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন। ঘটনা পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা অনুধাবন করা যায়। (দেখুন : আলী মুহসীন সিদ্দিকীকৃত 'কা'ব আওর কাসীদায়ে বানাত সু'আদ' : পৃষ্ঠা-৭)। সে যা ই হোক, মক্কা থেকে অতি সংগোপনে প্রস্থান করে এই উভয় পথচারী সর্বপ্রথম 'আবরাকুল আয্যাক' নামক এক ঝিলের কিনারে বিশ্রাম নেন। এই মনোরম ঝিলটি মদীনা থেকে বিশ মাইল দূরে রাবসা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে মাঝে মাঝে জিনের শব্দ উত্থিত হতো বলে তা' উক্ত নামে অভিহিত হয়। এখান থেকেই তাঁরা শুনতে পেলেন মহানবী (সঃ) মক্কা মুয়ায্যামায় তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করার পর তায়েফ থেকে ফিরে এসে আবার মদীনার পবিত্র ধূলিতে শুভ পদার্পণ করেছেন।

'আবরাকুল আয্যাক' নামক এই মনোরম ঝিলের কিনারে পথশ্রান্তি অপনোদন করতে গিয়ে বুজাইর তাঁর সহোদর ভাই কা'বকে বললেন, "এখানে ঘাস ও পানির অভাব নেই" তাই তুমি এই চিত্তাকর্ষক মনোরম স্থানটিতে ছাগলের দলের দেখাশোনা করো ; আর আমি মদীনা গিয়ে ঐ ব্যক্তির (মুহাম্মদের) গতিবিধি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে আসি।

১. ইমাম ইবনুল কাইয়েমঃ যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮।

২. মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল : হায়াতু মুহাম্মাদ। মিসর—পৃঃ ৩৭৯।

www.pathagar.com

তাঁর অবস্থা ও আচরণকে সত্য ও ন্যায়ের সূক্ষ্ম মানদণ্ডে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও যাচাই করার পর আমার কাছে তাঁর সত্যতা সর্বতোভাবে প্রতিভাত হলে আমি তাঁর অনুসারী হবো নতুবা চিরতরে তাঁকে পরিহার করে আবার তোমার পাশে ফিরে আসবো।"

এভাবে মদীনার পুণ্যভূমিতে পা দিতেই হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বুজাইরকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা জানালেন। আগে থেকে উভয়ের মাঝে ছিল সদ্ভাব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক। তাই সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তাঁর হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নবী মুস্তফা (সঃ)-এর দরবারে নিয়ে যান। অনুপম চরিত্র মাধুর্যে ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের নিবিড় শান্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ মহাপুরুষ মহানবী (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

মুহূর্তের মধ্যেই এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো মদীনার সবখানে। যথাসময়ে কবি কা'বের কানেও এ খবর গিয়ে পৌঁছলো। ভাইয়ের সাথে পরামর্শ না করে ধর্মান্তর গ্রহণে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এটা ছিল তাঁর কাছে অতি রূঢ় ও নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার সমতুল্য। তাই ব্যথিত ও বেদনাবিধুর অন্তরে তিনি সহোদর ভাই বুজাইরকে ইসলাম ধর্ম পরিহার করে আবার পৈত্রিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করার আহবান জানিয়ে নিম্নোদ্ধৃত কবিতার মাধ্যমে পত্র লিখে পাঠালেন ঃ

১. "আলা আবলি গায়ান্নি বুজাইরান রিসালাতান,
ফাহাল্-লাকা ফীমা কুলতা ওয়াইহাকা হাল্লাকা।

২. ছাকাকা বেহাল মা মুনু কাছান রাবিয়্যাতান,
ফানহাল্ লাকাল্ মা'মুনু মিনহা ওয়া আল্লাকা।

৩. ফা ফারাক্তা আছবাহাল হুদা ওয়া তাবায়াতাহু
আ'লা আইয়্যি শাইয়্যিন ওয়াইযা গায়রু কাদাল্লাকা।

৪. আ'লা মজহাবিন লাম তুলকি উম্মান ওয়ালা আবান,
ওয়ালাম তায়রিক আলাইহি আযান লাকা।

৫. ফা-ইন আন্তা লাম তাফয়াল ফালাছতু বে আছেকিন,
ওয়ালা কায়েলিন আম্মা আছারতা লায়াল লাকা।

অর্থাৎ—১. হে আমার পত্রবাহক! তুমি আমার পক্ষ থেকে বুজাইরকে এই পয়গাম পাঠিয়ে দাও, তোমাকে আল্লাহ্ সুমতি দান করুন, তুমি কি সত্যিই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছ?

www.pathagar.com

২. বিশ্বাসী রসূল (সঃ) তোমাকে সেই কালিমায়ে শাহাদাত দ্বারা এক পূর্ণ পানপাত্র থেকে সুরা ঢেলে পান করিয়েছেন এবং উপর্যুপরি পান করিয়েছেন।

৩. সুতরাং তুমি হেদায়েত বা পথ প্রাপ্তির উৎস থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়েছ। তুমি অন্যদের মতই ধ্বংস হয়েছ। তবে কি তিনি [বিশ্বাসী রসূল (সঃ)] তোমাকে কোন কিছু বাতলিয়েছেন ?

৪. তিনি [বিশ্বাসী রসূল (সঃ)] তোমাকে এমন মাযহাব বাতলিয়েছেন, যার উপর তুমি তোমার পিতামাতাকে এবং তোমার কা'বকেও পাও নাই বা চেন নাই।

৫. এখন তুমি যদি আমার কথা শুনে তোমার পৈতৃক ধর্মের দিকে ফিরে না আস তাহলে আমি আদৌ অনুতপ্ত নই এবং পদস্খলনের বেলায় আমি কোনদিনই তোমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করব না।

কবি কা'বের এই কবিত্বপূর্ণ পত্রখানা পেয়ে হযরত বুজাইর (রাঃ) তা' রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে তুলে ধরলেন। অঁা-হযরত (সঃ) আগে থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে কা'বের কুৎসামূলক কবিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এবারে তাঁর অসন্তুষ্টি আরও ধূমায়িত হয়ে উঠলো। তিনি তাই কা'বের হত্যার বৈধতা ঘোষণা করে বললেন, "তোমরা যেখানেই পাও তার রসনা কর্তন করে ফেল।"[১] রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এই কঠোর ঘোষণাবাণী শুনে কা'ব আর এক মুহূর্তও ঝিলের কিনারে তিষ্ঠিতে পারলেন না বরং সেখান থেকে পলায়ন করে আরও দুরতিক্রম্য জনমানবশূন্য বিজন বনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই গহন অরণ্যানীর মাঝে তিনি বেশ কিছু দিন আত্ম-গোপন করে থাকলেন। ইতিমধ্যে হযরত বুজাইর (রাঃ) মদীনা তায়্যিবা থেকে এক সুন্দর কাব্যগাথা রচনা করে কা'বের চিঠির উত্তরস্বরূপ তা পাঠিয়ে দিলেন। কবিতার কয়েকটি পংক্তি ছিল এই ঃ

১. মান মুবলেগুন কা'বান ফাহাল লাকা ফিল্লাতি
তালুমু আলাইহা বাতিলান্ ওয়াহিয়া আহযামু।

২. ইলাল্লাহি লাল্ উজ্জা ওয়ালাল্লাতু ওয়াহ দাহু
ফাতানজু ইজ কানান্ নাজায়ু ওয়া তাছলামু

৩. লাদা' ইয়াওমা লা ইয়ানজু ওয়ালাইছা বিমুকলিতিন
মিনান নাছি ইল্লা তাহিরাল কালবি মুসলিমু—

১. ডঃ তাহা হুসাইন : 'হাদীসুল আরবেয়া' ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ ঃ পৃঃ ১৩৮—১৪৮।

www.pathagar.com

৪. ফাদিনু যুহাইরিন ওয়াহুয়া লাদীনু দীনুহু
ওয়াদিনু আবী সালমা আলাইয়া মুহার্‌রামু।"

অর্থাৎ ১. "আমার পক্ষ থেকে কোন্ ব্যক্তি কা'বের কাছে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে? হে কা'ব। তোমার কি ইচ্ছা রয়েছে কালিমায়ে শাহাদত পড়ে ইসলাম কবুল করার, যে ইসলামকে তুমি অযথা অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করেছ? অথচ সেটাই ছিল সুন্দর ও সুবুদ্ধির কথা।

২. অতএব তুমি লা'ত ও উজ্জা নামক প্রতিমাদ্বয়ের উপাসনা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র উপাসনার দিকেই ফিরে এসো। তাহলেই তুমি এই পার্থিব জীবনে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে নিষ্কৃতি পাবে আর পরকালে হবে তোমার শান্তির নিরাপত্তা।

৩. নিরাপত্তার ও মুক্তির সনদ তুমি এমন দিনে পাবে, যেদিন মুসলিম ও মু'মিন ছাড়া আর কেউ তা পাবে না।

৪. তাই যেহেতু আমরা পরলোকগত দাদা আবু সালমার ধর্ম এবং পিতা যুহাইরের ধর্ম কোন ধর্মই ছিল না; বরং ধর্মের নামে ছিল অধর্ম, তাই সে ধর্ম আমার উপরও হারাম—নিষিদ্ধ।"[১]

এই কাব্যগাথার সঙ্গে তিনি কা'বকে এই মর্মে একটা পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেনঃ "হে কা'ব! রসূলুল্লাহ (সঃ) ইতিপূর্বেই তোমার হত্যার বৈধতা ঘোষণা করেছেন। আর ইতিপূর্বে তোমার ন্যায় যেসব কবিরা তাঁর কুৎসা গেয়েছেন এবং ইসলামের পবিত্র নামে কলংক এনে তাঁর কুসুম কোমল প্রাণে আঘাত হেনেছে তাদের কারো কারো প্রাণদণ্ডের তিনি আদেশও দিয়েছেন। তোমার ন্যায় কুরাইশ কবিদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনু যাবআরাহ এবং হুবাইরা ইবনু আবি ওয়াহাব ইতিপূর্বে পলাতক হয়ে গহীন বনে আশ্রয় নিয়েছে।[২] কিন্তু এভাবে তোমরা কেউ যে বাঁচতে পারবে তা আমার আদৌ মনে হয় না। শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নয়; তাঁর ভক্ত অনুরক্ত সাহাবায়ে কিরামও তোমার প্রতি রাগে অগ্নিশর্মা। সুতরাং যদি তোমার একটুও প্রাণের মায়া থাকে আর জীবন রক্ষার ইচ্ছায় আগ্রহী হও, তবে আর কাল বিলম্ব না করে এক্ষুণি মদীনার পুণ্যভূমিতে হাযির হয়ে

১. আবদুল্লাহ্ বিন হিশাম আনসারীঃ 'শারাহ্ বানাত সু'আদ' এবং ইব্রাহীম আল বাজুরীঃ 'আল ইসয়াদ' পৃঃ ৩—৪।

২. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৪—৫

www.pathagar.com

আঁ-হযরত (সঃ)-এর পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ কর। তিনি 'রাহমাতুল্লিল আ'লামীন' (সঃ) বা দয়ার সাক্ষাত-প্রতিমূর্তি।

কাজেই দূর অতীতের সকল অপরাধ থেকে তওবা করে অনুতপ্ত চিত্তে তাঁর পবিত্র চরণে এসে শরণাপন্ন হলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন, যেমন অন্যান্য দুষ্কৃতকারীদেরও তিনি মুক্ত অন্তরে ক্ষমা করেছেন। কারণ ইসলাম-পূর্ব কোন অন্যায় আচরণ বা অপরাধের কোন প্রতিশোধমূলক চিন্তা তিনি মনের কোণে স্থান দেন না।[১] বুজাইরের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে এবং স্বীয় দুষ্কৃতির পরিণতির কথা চিন্তা করে কবি কা'বের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। মনেপ্রাণে তিনি শিউরে উঠলেন। প্রাণের মায়া কার না আছে? তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুযাইনা কবিলার কাছে গিয়ে সহানুভূতি কামনা করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শাস্তি থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। কিন্তু তারা স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করলো। এভাবে তাঁর সকল প্রচেষ্টা একান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো এবং বিশাল ধরণী তাঁর কাছে অতি সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। তিনি প্রাণের মায়ায় উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এখন আর উপায় কি? এই সংকটাপন্ন অবস্থায় কি করা যায়?[২] ক্ষণ পরেই কা'ব তাঁর ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেললেন; ইসলামের বিমল আলোর পরশে তাঁর মনপ্রাণ দ্রবীভূত হয়ে উঠলো। তিনি ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এভাবে তাঁর ভিতরে এলো এক বিরাট বিপ্লব, এলো আমূল পরিবর্তন। এই স্থানে এবং এই অবস্থাতেই তিনি 'বানাত সু'আদ' নামক তাঁর শ্রেষ্ঠতম অনবদ্য 'কাসীদা ই-না'তিয়া' স্তুতিবাচক কাব্য রচনা করলেন। এই কাসীদার মধ্যে তিনি তাঁর সন্ত্রাস, ভয়-ভীতি ও পরশ্রীকাতর, নিন্দুক ও দুর্নাম রটনাকারীদের অযথা গুজব ছড়ানোর কথা উল্লেখ করেন এবং সর্বোপরি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাও বিধৃত করেন। অতঃপর ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে তিনি উটের পিঠে চরে রাতের কালো আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে মদীনা তায়্যিবা অভিমুখে চলতে লাগলেন। কিন্তু প্রাণের ভয় কারো কম নয়। তাই দিবাভাগে তিনি বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করেন, আর

১. ইমাম ইবনুল কাইয়েম: 'যাদুল মায়াদ': ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৬—৬৭।

২. The life of Mohammad (Sm) by Ishaque, translated into English by Guillanme. P. 597—598; M. Hidayet Hussain's article on 'Banat Su'ad of Ka'b bin Zuhair: 'Islamic Culture': Hyderabad, Deccan, P. P

www.pathagar.com

রাতের গাঢ় অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পথ চলেন। নিজের অজান্তে একান্ত অজ্ঞাতসারে নবুয়তের সেই আকর্ষণীয় জোরালো হাত যেন তাঁকে সজোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো মদীনা তায়্যিবার পানে। অদৃশ্য আলোর ফুলঝুরি তাঁকে হাতছানি দিয়ে বারংবার আহবান জানাচ্ছিলো মহানবীর সেই মহান দরবারে।

কিন্তু মদীনা মনাওয়ারা ছিল বহুদিনের বহুদূরের পথ। তাই সেই দুর্গম পার্বত্য পথ, কান্তার-মরু ও বন্ধুর মালভূমি অতিক্রম করে মদীনা তায়্যিবা গিয়ে উপনীত হওয়া একটা সহজ কাজ ছিল না। উপরন্তু এই প্রাকৃতিক বাধা-বন্ধনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্থলপথের সেই দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিরা পথচারীর প্রাণ সংহার ও সংশয় করে তাঁর যাত্রাপথের নানা দুরতিক্রম্য বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করতো। কবি কা'বের বেলায় আবার আরও এক বিপদ ছিলো। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রাণ নাশের ঘোষণা-বাণীর কারণে তিনি দিবালোকে পথ চলতে পারতেন না।

এভাবে দীর্ঘদিন ধরে দুর্লংঘ্য বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অনশন, অর্ধানশনে অর্ধমৃত অবস্থায় মদীনার পবিত্র মাটিতে এসে উপনীত হলেন। মদীনার পুণ্যভূমিতে সেই পার্বত্য নহরের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করে উটের দুধ ও খর্জুরবীথি থেকে তিনি ক্ষুধ-পিপাসা নিবারণ করলেন। এসবে তিনি মনেপ্রাণে এক অপূর্ব আনন্দরসের পুলকে শিহরণ অনুভব করলেন। অতঃপর জুহাইনা গোত্রের এক পরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে নববীর পানে অগ্রসর হলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন মসজিদে নববীতে তাঁর প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। সেখানে তাঁর সাহাবায়ে কিরামের কয়েকটি মহফিল ছিল। বিভিন্ন মহফিলে তাঁরা চক্রাকারে উপবিষ্ট থাকতেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেই বিভিন্ন হালকাহ্ চক্রের সামনে গিয়ে তাঁদের হাদীস শোনাতেন এবং ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা করতেন। কখনো কখনো সেই মহফিলের লোকেরা পর্যায়ক্রমে আঁ-হযরত (সঃ)-এর সামনে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। এভাবেই চলতো তাঁদের দৈনন্দিন শিক্ষা-দীক্ষা।

ঠিক এমনি সময়ে কা'ব মসজিদে নববীর কাছে এসে তাঁর উটের পিঠ থেকে নামলেন। অতঃপর সেটিকে বেঁধে রেখে তিনি লজ্জা ও আড়ষ্টতার ভীরু পদক্ষেপে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার উপক্রম করছিলেন, এমন

www.pathagar.com

সময় তাঁর উষ্ট্রী ভীষণভাবে চীৎকার শুরু করলো। উটের এই ডাক শুনে বাইরে কে এসেছে তা দেখার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে পাঠালেন। হযরত আলী (রাঃ) কা'বকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি?" তিনি জবাব দিলেন, 'আমি একজন বিদেশী পথচারী, প্রেরিত মহাপুরুষের দর্শনপ্রার্থী।"

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন: "জুহাইনা গোত্রের সেই লোকটি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রসূলে আকরাম (সঃ)-এর পেছনে ফযরের জামাআতে নামায পড়ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন সালাম ফিরলেন তখন কবি তাঁর সম্মুখ পানে দাঁড়িয়ে স্বীয় নিরাপত্তার অনুরোধ জানিয়ে হাতে হাত রেখে বাইয়াত করেন।"[১]

সে যা-ই হোক, ইতিপূর্বে কোনদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেন নি তিনি। কিন্তু মদীনার মসজিদের সেই অনবদ্য পরিবেশের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো এক বিরাট দীপ্তি, অন্তর কোণে সৃষ্টি হলো এক অপূর্ব আলোড়ন ও প্রেরণা। জনগণের বিশ্লেষিত বিশেষণের মাধ্যমেই তিনি প্রথম দৃষ্টিপাতে হুযুর (সঃ)-কে চিনতে পেরেছিলেন।[২] শুধুমাত্র একটি জীবন কাহিনীর একটি ঘটনাই নয়, একটি ইতিহাসও নয়—সত্যই ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় বিষয়: কবি কা'বর ইসলাম গ্রহণ।

ইসলামী ইতিহাসের অগ্নিবাক চমকপ্রদ এক চরিত্র, বিচিত্র জীবন, বিচিত্র তাঁর কাহিনী, সাফল্যের স্বর্ণচূড়া থেকে চোখের তারায় ছায়া ফেলে দূর অতীতের সেই ছোট্ট একটি ছবি।

কা'ব তাই সামনের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে জনৈক চাদর পরিহিত সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত সৌম্যমূর্তি মহামানব [রসূলুল্লাহ্ (সঃ)] সালাম করলেন। এই নবাগত ব্যক্তির প্রতি সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সকলের জন্যেই তিনি যেন আকর্ষণের বস্তু। যে পূতপবিত্র সত্তার সন্ধানে এই নবাগত ব্যক্তিটি বেরিয়ে পড়েছেন, তিনি যে কে, তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নি বিন্দুমাত্র। বরং অন্তরাত্মা সাক্ষ্য

১. 'সীরাত ইব্‌ন, ইসহাক ও সীরাত ইবন, হিশাম': ১১৭—২০।
২. 'সীরাত ইবন, ইসহাক ও সীরাত ইবন, হিশাম: ১১৯—২২।

www.pathagar.com

দিচ্ছে, দৃষ্টি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কার দিকে লক্ষ্য এবং কাকে সম্বোধন করে তাঁকে কথা বলতে হবে।

আবেগভরা কণ্ঠে তাই বলে উঠলেন, "ওগো দয়ার নবী করুণার ছবি। অনুতপ্ত ও লজ্জিত কা'বকে আজ যদি আপনার সকাশে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও রিসালতের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে হাযির করা হয়, তাহলে মাফ করবেন কি ?" রহমাতুল্লিল আলামীন তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন করবো না ? অবশ্যই মাফ করবো তাকে।'

এই অপ্রত্যাশিত সৌজন্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে আগন্তুক তাঁর ছদ্মবেশের মুখোশ খুলে দিয়ে অধোমুখ অবনত শিরে দাঁড়ালেন। তারপর কর-জোড়ে বললেন, "আমি সেই নরাধম দুরাত্মা কা'ব। আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট। দয়া করে আমায় নিজ গুণে ক্ষমা করুন।" সংগে সংগে তাঁকে কালিমায়ে শাহাদত ও তায়্যিবা শিখিয়ে দেওয়া হলো। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "আশহাদু আল ..... । এক একটি শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে ঈমানের আলোর ধারা প্রবাহিত হতে চললো তাঁর শিরা উপশিরায়, অন্তরাত্মায়।

বিগত দিনের পাপ-তাপের কথা স্মরণ করে তাঁর দেহমনে চেহারায়ও একটা পূর্ণ অস্বস্তির ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তা হলে কি হবে ? এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লবী কালিমাই যে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের নির্যাসে নিষিক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রসারতা লাভ করেছিল। কবি সত্যিই গেয়েছেন ঃ

চরিত্র মাধুর্য আর ধর্মনীতি দানে।
নবীকুল শ্রেষ্ঠ তিনি মহত্ত্বের জ্ঞানে।।
ঈসার বিষয় যাহা খৃস্টান প্রচারে।
কদাচ না পার তুমি তাহা বলিবারে।।
তার গুণগানে আর যাহা ইচ্ছা কহ।
সেই প্রেম সুধা পানে সদা মত্ত রহ !! [১]

কবি কা'বের নাম শুনে আনসারদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বেশ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন ঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! অনুমতি দিন,

১. ইমাম বুসিরী ঃ কাসিদাতুল বুরদা, পৃঃ ৪৭।

www.pathagar.com

আমি এই পাপাত্মা কবির এখনি শিরশ্ছেদ করি। কুৎসা রটনা করে সে আপনার কোমল হৃদয়ে আঘাত করেছে।"[১]

সারা জাহানের মুসলিম জাতি সেদিন তাদের অন্তর নিঙড়ানো ভালবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে অভিষিক্ত করে মুমিন ও আশেকে রসূল বলে। এমনি করে ইসলামী ইতিহাসের পাতায় রেখে যান তিনি তাঁর নামের চিরস্মরণীয় অমর স্বাক্ষর।[২]

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কঠোরভাবে নিরস্ত করে কবি কা'বকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি কি সেই কা'ব নও –যে আমাকে 'মা'মুর বা পিচাশ-সিদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে?" কা'ব বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! বরং আপনি 'মা'মুন' বা বিশ্বস্ত। কোন্ নির্বোধ ব্যক্তি আপনাকে 'মা'মুন' স্থলে 'মা'মুর' লিখে থাকবে।" নবী মুস্তফা (সঃ) বললেন ঃ "তবুও তোমার কবিতা দূষণীয় ও আপত্তিজনক। তুমি বলেছ আমিই নাকি বুজাইরকে জামে শরাব পান করিয়েছি।"

এই বলে তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে কবি কা'বের সেই ইসলাম-পূর্ব যুগে রচিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) রসূল (সঃ)-কে আদ্যোপান্ত কবিতা পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। কা'বের অবস্থা তখন দেখে কে? সকাতরে ছটফট করছিলেন তিনি। মাটি ফেটে যাক আর তিনি যেন তার মধ্যে ঢুকে পড়বেন—এটাই ছিল তাঁর তখনকার আন্তরিক ইচ্ছা।

ইতিমধ্যে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তাঁর কবিতা আবৃত্তি সমাপ্ত করলেন। হঠাৎ করে কবি কা'বের মাথায় একটা সুন্দর অনুপম বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি সোৎসাহে বিনয়নম্র কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কবিতাটি যেমনভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) আবৃত্তি করেছেন, আসলে কিন্তু তেমনটি নয়। বরং তাঁর সঠিক সংযোজন ও অক্ষর বিন্যাসটি আমি

১. আনসারদের এই রূঢ় ব্যবহারে তিনি অন্তরে ব্যথা পান এবং এর প্রতিশোধরূপে কাসীদার (আলোচ্য কাব্যের) উপসংহার টানতে গিয়ে তিনি সেই অন্তর্নিহিত গোপন ব্যথাকে এভাবে ব্যক্ত করেন ঃ তাঁরা শ্বেতবর্ণ উষ্ট্রের গতিতে গমন করেন এবং তরবারির আঘাত দ্বারা আত্মরক্ষা করেন; যখন কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায় শত্রুরা পলায়ন করে। দেখুন ঃ 'কাসীদায়ে বানাত সু'আদ' ঃ ৫৮ নং কবিতা বা শ্লোক। পৃঃ ৪৫।

২. বিস্তারিতের জন্য দেখুন ঃ ইয়াহিয়া আত্ তাবরিযী কৃত শারাহ কাসীদায়ে বানাত সুয়াদ।

www.pathagar.com

আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। এবারে বিচক্ষণ কবির একটি মামুলী শব্দের পরিবর্তনে কবিতার ভাবে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। এই ঈষৎ রদবদলে আসলে তাঁর লজ্জাশীলতারই বাহ্যিক প্রকাশ। তাঁর এই অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এবং লাজুকতায় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পরম প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়ে মুক্ত অন্তরে তাঁর সব গোস্তাখী মাফ করে দিলেন। কতো বড় সৌভাগ্য-বান যে, অতীতে কৃত কর্মের জন্য এই মুহূর্তেই ক্ষমালাভ করেন তিনি।[১]

তাঁর এই পরিবর্তিত কবিতার চরণটি ছিল এই ঃ

জামের শরাব করায়েছে পান ঐ যে আবু বকর !
গিলিয়া তাহাই চিরকাল ধরে হলে তারি নওকর ।।

সুবর্ণ সুযোগ বুঝে কবি কা'ব তখনকার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির জন্য রসূল (সঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এটিই তাঁর ইতিহাসখ্যাত অবিস্মরণীয় 'বানাত সু'য়াদ' নামক শ্রেষ্ঠ নবীস্তুতি কাব্য। এক বিরাট ঐতিহাসিক মূল্যের অধিকারী তাঁর এই কাসীদাটি। 'বানাত সু'আদ' নামক আদ্য শব্দদ্বয় দিয়ে এই কাসীদার সূচনা। সু'য়াদ তাঁর প্রিয়তমার নাম যার বিরহ-বেদনায় তিনি অস্থির, ব্যাকুল ও চঞ্চল।

কাসীদাটি সত্যিই অনুপম, অনবদ্য। এই কবিতাগুচ্ছের প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি করে যখন তিনি অনর্গল শোনাতে লাগলেন, তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম একেবারে থ বনে গেলেন। তাঁর ঐ কাব্য রজনীগন্ধার সুবাসে তাঁরা তখন সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। স্বয়ং মহানবী(সঃ)-ও অতি-মাত্রায় প্রীত হয়ে একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলেন। তাঁর এই সুন্দর সুললিত কবিতা পাঠ করতে করতে এমন এক স্থানে পৌঁছলেন কবি, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

'নুবিতু আন্না রাসূলাল্লাহি আউআদানী +
ওয়াল আফ্‌ভু ইন্দা রাসূলিল্লাহি মামূলু'

---

১. R. Basset : Ka'ab. B. Zahair : in Encyclop. t-LL-621—622 ; M. Hidayat Hussain : 'Banat Su'ad of Ka'ab bin Zohair : Islamic Culture' : Hyderabad Deccan ; PP. 66—73.

www.pathagar.com

খবর পেলাম আল্লাহ্‌র রাসূল
আমারে করিবে খুন।
তিনি ক্ষমাশীল তাই মন ভয়
দূর হলো বহু গুণ॥ (৩৯ নং শ্লোক)[১]

তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, "ক্ষমা চাওয়া সেতো আমার কাছে নয়, আল্লাহ্‌র কাছে।"

তারপর এই কাসীদার উপসংহার টানতে গিয়ে কবি কা'ব (রাঃ) আরও একটি অনুপম চরণ আবৃত্তি করলেন। সেটি হচ্ছে এইঃ

'ইন্নার রাসূলা লা নূরুন ইউমতাদাবিহী +
মুহান্নাদুন মিন সুয়ূফিল্লাহি মাসলূলু'
"তুমি নূর! ঘুচায়েছো সারা বিশ্বের আঁধার।
আল্লাহ্‌র হাতের তুমি জ্যোতির্ময় মুক্ত তলোয়ার॥[২]

এ পর্যায়ে উপনীত হলে কবি প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েন। মহফিলের উপস্থিত জনতাও রীতিমত বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল বিহ্বল হয়ে পড়েন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর এই কাসীদা শ্রবণে মুগ্ধচিত্তে নিজ স্কন্ধ থেকে 'বুরদা' বা পবিত্র চাদরখানা কবি কা'বকে উপহার প্রদান করেন।[৩] 'বুরদা' শব্দের অর্থ ডুরে চাদর বা উত্তরীয়। ঠিক ডুরে চাদরের মতোই এতে বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। রসূল (সঃ) কবি কা'বের প্রতি যে কত বেশী পরিমাণ খুশী হয়েছিলেন, তা' তাঁর এই চাদর প্রদান থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে। এটা কবি কা'বের কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই মহাসম্মানে ভূষিত হয়ে তিনি ও তাঁর ভাবী বংশধর বা উত্তর পুরুষরা যুগের পর যুগ বুক ফুলিয়ে গর্ব অনুভব করেছেন। আজও আরবী সাহিত্যে লোকপরম্পরায় এর অজস্র প্রশংসা শুনতে পাওয়া যায়।[৪]

---

১. আলী মুহসিন সিদ্দিকীঃ কসীদ-এ-বানাত সু'আদ' (উর্দুভাষা) (মোকতাবা-ই ইসহাকিয়া, করাচী : ১৯৬৮ :) পৃঃ ৮৭।

২. পূর্বোক্ত : পৃঃ ১৬। কবি গোলাম মোস্তফা : বিশ্বনবী।

৩. 'The life of Mohammad' A Translation of the Ishaqe's Sirat by A. Guillaume pp. 597 602, Oxford University Press. Pakistan branch 1968. Also See : Translations of Eastern Poetry and Prose' : by R. A. Nicholson.

৪. R. Basset ; La Banat So ad 'Poeme Ka'ab bin Zohair, Alger. 1910, Also See : The Spirit of Islam by Syed Ameer Ali, PP. 106 -- 107. 9th Edition 1961. Great Britain ; Element Huart : 'History of Arabic Literature ; p. 15 ; Brockleman : 'Geschichteder Arabischen Literature : Vol. I. P. 23.

www.pathagar.com

অবশ্য কবি কা'বের মতো রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর আরও তিনজন সভাকবি হাসান বিন সাবিত, কা'ব বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) প্রমুখকেও কম ভালবাসতেন না। কিন্তু কা'বের মতো তিনি তাঁর পূত জীবনে অন্য কোন কবিকে পুরস্কৃত করেন নি। এখানেই নিহিত রয়েছে কবি কা'বের শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব। তিনি বিশ্বনবীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শিত চাদরখানা ইন্‌য়াম পেলেন, এদিক দিয়ে তাঁর চাইতে অধিকতর কীর্তিমান আর কে হতে পারে?

কবি হযরত কা'ব (রাঃ) নবী মুস্তফা (সঃ)-এর এই প্রীতি উপহার কখনো হস্তচ্যুত করেন নি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত। এই পবিত্র চাদরখানি খরিদ করতে কতো আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে। বিনিময়ে তিনি কবিকে দিতে চাইলেন দশ হাজার দিরহাম। কিন্তু কবি এই প্রচুর টাকার অংক হেলায় করলেন প্রত্যাখ্যান। আর এই মহাপুণ্য সম্পদ তিনি সযত্নে আঁকড়ে ধরে রইলেন ঠিক যক্ষের ধনের মতোই সারাটা জীবন ধরে।

নশ্বর জীবনের শেষাংশে কবি কা'বকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হতে হয়।[১] অবশেষে এই চরম দারিদ্র্য অবস্থায় ২৪ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। আল্লামা বুতরুসুল বুস্তানী বলেন: কবির মৃত্যু ২৪ হিজরীতে নয়, বরং ৪১ হিজরীর ২/১ বছর পরে ঘটেছিল। কারণ ৪১ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া খিলাফতের গদীতে উপবিষ্ট হওয়ার পর তিনি কবির কাছ থেকে উক্ত চাদরটি ক্রয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কবি তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। (জুরজী যায়দান: তারীখুত্তামাদ্দুন আল ইসলামী: পৃঃ ১৮৩)

হিজরতের চৌষট্টি সালের আগেই কবি যখন এই নশ্বর জগতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন, সে সময়ে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) আবার এই চাদরখানা খরিদ করার চেষ্টা করেন কবির বংশধরদের কাছ থেকে। এবারে এর হাদীয়া ওঠে ৩০ কিংবা ৪০ হাজার দিরহাম। ঐ দিরহাম দিয়েই চাদরখানা ক্রয় করে তিনি অতি সাদরে ও সযত্নে সংরক্ষণ করতে লাগলেন। এটা ক্রয় করতে পেরে তাঁর

১. ইবনুকুতাইবা: আশ্‌ শে'র ওয়াশ শুয়ারা: ১ম খন্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ১০৪; বতুরুস বুস্তানী: উদাবউল আরাব, ১ম খন্ডঃ পৃঃ ৩২৫; আল্লামা ফরীদ ওয়াজদী: দায়িরাতুল মা'আরিফ,—মিসর ১৯৩৮। ৮ম খন্ড: পৃঃ ১৪৯—৫০।

www.pathagar.com

আনন্দের সীমা রইলো না। ঈদ উপলক্ষে এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খিলাফতের বিশেষ পোশাকের উপর চাদরখানা গায়ে দেওয়া কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ জ্ঞান করতেন তিনি। তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের খলীফারাও ঠিক এমনটি করেছেন।[১] পুরুষানুক্রমে এটি মুসলিম সাম্রাজ্যের পরম পবিত্র বস্তুরূপে সমাদর লাভ করে। কথিত আছে যে, তাতারীয়দের ব্যাপক লুটতরাজের হাত থেকে যে সব আব্বাসীয় ব্যক্তি রক্ষা পান, তাদের সঙ্গে এই অমূল্য চাদরখানিও সংরক্ষিত অবস্থায় সিরিয়া আসে। অতঃপর মামলুকরা যখন কায়রোতে আব্বাসীয় খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই চাদরখানি আবার খলীফাদের একই বিশেষ সম্পদে পরিণত হয়। এভাবে পরবর্তীকালে এই চাদর মুবারকের গুরুত্ব, কল্যাণ এবং এর প্রতি মুসলমানদের ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পায় বহুল পরিমাণে।

৯২৩ হিজরীতে সুলতান সেলিম উসমানী যখন মিসরের স্বাধীনতার অবসান ঘটিয়ে তাকে উসমানী সাম্রাজ্যেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেন, তখন বহু হাত পরিবর্তনের পর উসমানীয় তুর্কীদের হাতে গিয়ে পৌঁছে এই চাদরখানা। তখন সারা মুসলিম জাহানের শাসনভার তাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কনস্টান্টিনোপলে তুর্কী সুলতানের বিশেষ তত্ত্বাবধানে শাহী মহলের এক বিশেষ নিভৃত কক্ষে সশস্ত্র কড়া পাহারার হিফাজতে রাখা হয় চাদরখানাকে। আতর-গোলাব ও কস্তুরী ও সুবাস খোশবুতে সবসময় ছেয়ে রাখা হতো সারা কক্ষটিকে। স্বয়ং সুলতান ছাড়া অন্য কারো এটি স্পর্শ করার অধিকার ছিল না। একান্ত বিশেষ এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা আপামর জনসাধারণের দেখার উদ্দেশ্যে বাইরে আনা হতো। তুরস্কের বাদশাহ স্বয়ং নিজ হাতে এ কাজ আন্‌জাম দিতেন। কোন বিশেষ সময়ে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেও চাদরখানা জনসম্মুখে পেশ করা হতো। রণ-প্রান্তরের তুমুল যুদ্ধের প্রাক্কালে এই চাদরখানাকে ঝুলিয়ে রাখা হতো—যেন এর বরকতে মুসলিম যোদ্ধারা লড়াইয়ের ময়দানে জয়ী হন। আনন্দের কথা যে, চাদরখানা এখনও নাকি তুর্কী সুলতানের কোষাগারে সংরক্ষিত। এ কথা তাই স্পষ্ট দিবালোকের মতই সত্য যে, বিগত সার্দ্ধ চৌদ্দশ' বছর

---

১. জুরজী যায়দান: তারীখ-আত-তামাদ্দুন-আল-ইসলামী, ১ম খন্ড (দারুল হিলাল, মিসর ১৯৫৮—পৃঃ ১৩৬; ডোটী: আরবদের নামের অভিধান: (য়্যামস্টার্ডম ১৮৪৫) পৃঃ ৫৭—৬৪; ডক্টর হোসাইন মোনাস: 'তামাদ্দুনে ইসলামের উপর হাশিয়াহ: ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৬।

www.pathagar.com

ধরে উমাইয়া, আব্বাসীয়া ও উসমানীয়া খলীফাদের মাঝে এই পবিত্র চাদরখানি খিলাফতের একটা পবিত্র নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।[১] আল্লামা শামী ও আবুল ফিদা বলেন ঃ চাদরটির এখন কোনো অস্তিত্বই নেই। তাতারীয়দের বাগদাদ নগরী আক্রমণের সময়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায় চিরতরে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ইতিহাসের প্রফেসর ডঃ হোসাইন মোনাসও শেষোক্ত অভিমতটির সমর্থন করেন।

আগেই বলেছি কবি কা'বের এই কবিতাটির দু'টো আদ্য শব্দ থেকে এর নাম করেছে 'বানাত সু'আদ'। এর শেষ অক্ষর 'লাম'[২] হওয়ার কারণে একে আবার "কাসীদায়ে লামিয়াহ" নামেও অভিহিত করা হয়। আবু বকর আম্বারীর এক বর্ণনাসূত্রে জানা যায়, অনেকের মতে এটি 'কাসীদায়ে বুরদাহ' নামেই সুপরিচিত। কারণ এই কাসীদা শুনেই মুগ্ধচিত্তে রসূলে (সঃ) তাঁকে দেহের চাদর খুলে দান করেন। অবশ্য এ ছাড়াও একটি 'কাসীদায়ে বুরদাহ্' রয়েছে। এটি রচনা করেন মুহাম্মদ শরফুদ্দীন ইবনু সায়ীদ আল বুসীরী (১২১২—১২৯৬ খ্রীঃ)।

পণ্ডিতদের মতে কবি কা'বের কবিতাগুচ্ছকে 'কাসীদাতুন বুরদা' বলা হলে বুসিরীর কবিতাকে 'কাসীদাতুল বুরয়াত' বা বুর - অর্থাৎ রোগ মুক্তির কবিতা নামে অভিহিত করা উচিত। কারণ ইমাম বুসিরী এ সুন্দর গীতি কবিতাটি রচনা করেই দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করতে সক্ষম হন। ঘটনাটি এই ঃ

কবি বুসিরী একবার অর্ধাংগ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। সারা দেহে এমনভাবে দাগ ফুটে ওঠে যে, তিনি একেবারে অসাড় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় যখন কোন ফল লাভ হল না, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে স্বীয় রোগমুক্তি কামনা করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শানে এই স্তুতিবাচক কবিতাটি রচনা করেন। তিনি ইচ্ছা করেছিলেন আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র কবরের পাশে গিয়ে তা আবৃত্তি করবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই রাতেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্বয়ং তাঁর কাছে

১. শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীঃ আওয়ারিফুল মা'য়ারিফ, পৃঃ ২১১।

২. আহমদ আল বাজালী এবং আবু যাকারিয়া-আত্ তাকরিবী ঃ শারাহ্ কাসিদায়ে বানাত সু'আদ, ইবনু হিশাম আনসারী এবং ইবরাহিম-আল-বাজুরী কৃত 'শারাহ্ বানাত সু'য়াদ' পৃঃ ৫।

www.pathagar.com

আবির্ভূত হয়ে তাঁর আশু রোগমুক্তির কামনা করে যান। সকালে গাত্রোত্থান করতেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান দেখে তাঁর বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। সংগে সংগে সেই কবিতাটি হাতে করে তিনি নবী (সঃ)—এর রওজা মুবারক অভিমুখে যাত্রা করেন।

এদিকে লোকপরম্পরায় সেই কবিতার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো তড়িৎ গতিতে। এই ব্যাপক খ্যাতির কথা শুনে তদানীন্তন রাজমন্ত্রী বাহাউদ্দীন ছলে-কৌশলে কোনরকমে কবিতাটি হস্তগত করেন। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের সকল লোককে সংগে নিয়ে নগ্নপদে নগ্নমস্তকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভক্তি গদ গদ চিত্তে কবিতাটি বেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং শোকে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এর আবৃত্তি দ্বারা আল্লাহ্‌র দরবারে মঙ্গল কামনা করতেন।

কথিত আছে যে, ইবনু ফারুকী একবার চক্ষু রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েন। তারপর একদিন স্বপ্নযোগে আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী তিনি রাজমন্ত্রী কাজী বাহাউদ্দীনের কাছ থেকে কবিতাটি চেয়ে পাঠান এবং তা দৃষ্টিহীন চক্ষুযুগলে স্থাপন করা মাত্রই ইবনু ফারুকী আল্লাহ্‌র হুকুমে দৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হন। ভক্তদের বিশ্বাস, যে কোন ব্যাধি ও অভাব-অভিযোগের বেলায় এই কবিতা পাঠ করলে এর কল্যাণে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পাঠকের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

কথিত আছে যে, ইমাম বুসিরী (৬০৮—৬৯৬ হিঃ) যে রাতে এই কাসীদা রচনা শেষ করেন, সে রাতেই তিনি রসূল (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নের মধ্যেই রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সামনে তিনি এই সুললিত গীতি কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। রসূলে করীম (সঃ) এতে মুগ্ধ হয়ে দেহের চাদর মুবারক খুলে তাঁকে দান করেন। ব্যাকুল চিত্তে জেগে উঠে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত দেখেন।

রাত দিনের আবর্তন-বিবর্তন সূচিত হয় বহুবার। ইমাম বুসিরীর রচিত এই কাসীদার আজও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কাসীদা রচয়িতার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুসলিম জাহানের শান্তি, আনন্দ উৎসব ও রাজ্যাভিষেককালে ভক্ত, অনুরক্তদের ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিশ্ব নবী (সঃ) এই জীবনগাঁথা আজও নিয়মিত গঠিত হয়।

www.pathagar.com

আরবী ভাষায় এই 'কাসীদাতুল বুরদার' প্রায় ত্রিংশাধিক শারাহ বা ভাষ্য এবং টীকা-উপটীকা রয়েছে। ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ল্যাটিন, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান প্রভৃতি ভাষায় এর তরজমা প্রকাশিত হয়েছে।[১]

ইমাম বুসিরী ও তাঁর এই কাসীদার গুণাগুণ সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখার অবকাশ রয়েছে, কিন্তু আজকের দিনে আমাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু তা নয়। তাই অবান্তরজ্ঞানে আসল বক্তব্য অর্থাৎ কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কাব্য কাহিনীর আলোচনার দিকেই ফিরে আসা সমীচীন মনে করছি।

আগের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কবি কা'ব ছিলেন আরব বাগের ফুটন্ত গোলাব। আরবী সাহিত্যের এক উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর দিগন্ত বিস্তৃত খ্যাতি ও প্রশংসায় আরবের আকাশ বাতাস মুখরিত। তাঁর কবিতায় এক একটা শব্দ ও ছত্র যেন এক একটা উজ্জ্বল মণিমানিক্য। তাই ছোট বড় সবার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো তাঁর অসংখ্য প্রশস্তি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিভিন্ন স্তুতি নিয়েই রচিত তাঁর কবিতা। সত্য কথা বলতে কি, ছন্দের রসবোধ, ভাষার সৌকর্য ও সাবলীলতা হিসেবে আরবী সাহিত্যাকাশে কবি কা'ব ছিলেন একটি সমুজ্জ্বল ধূমকেতু। অধিকন্তু তিনি ছিলেন মুত্তাকী, মু'মিন এবং সর্বোপরি ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহাবী।

কাব্য জগতে তিনি যে প্রত্যেকের কাছ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা, স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তার ভূরি ভূরি নযীর আমরা পেয়ে থাকি। আরবের প্রসিদ্ধ কবি জিরওয়াল ইবনু আউস হুতাইয়াহ্ (মৃত্যু ৬৭৯) একবার কবি কা'বের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন তিনি জনগণের কাছে তাঁকে সুপ্রসিদ্ধ করার মানসে স্বীয় কবিতায় তাঁর নমোল্লেখ করেন। হুতাইয়ার এ অনুরোধ রক্ষাকল্পে কবি কা'ব তাঁর কবিতার এক স্থানে বলেন ঃ

---

১. মুহাম্মদ শাহজামাল সম্পাদিত মাসিক 'আল-হাদীস' পত্রিকায় ১৩৪৮ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় সম্পাদক সাহেব স্বয়ং এই কাসীদাতুল বুরদার' কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেন। এই শাহজামাল সাহেবের সঙ্গে আমার শুধু যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তা নয়, বরং আমি তাঁর সাথে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। তিনি আমার মায়ের মামা।

www.pathagar.com

১. 'ফামান লিল কাফয়াকি শানুহা মাঁইন-য়াহকুহা
ইয়া–মা-ছাওয়া কা'বুন ওয়া ফাউয়াজা জির্‌ওয়ালু
২. কাফাইতুকা লা তালকা মিনান্নাছি ওয়াহিদান
তানাখ্‌খালু মিনহা মিছলা মা-য়াতানাখ্‌খালু'

অর্থাৎ ১. কবি কা'ব ও কবি জিরওয়ালের তিরোধানের পর আর কে আছে যে কাফিয়ার (মিত্রাক্ষর ছন্দের) চাদর বয়ন করবে অর্থাৎ কবিতা সংরক্ষণ করবে ?

২. তুমি তার মতো উত্তম কবিতা রচনাকারী আর কাকেও পাবে না, যার কবিতা থেকে সুন্দর সুন্দর কাফিয়া (মিত্রাক্ষর ছন্দ) চয়ন করে নিতে পার– যেমন সে চয়ন করতো।

সাম্প্রতিককালের মিসরীয় প্রখ্যাত অন্ধ সাহিত্যিক এবং আরবী ভাষার পণ্ডিত ডক্টর তাহা হুসাইন (১৮৮৯—১৯৭৩) ইবনু সালামের বরাত দিয়ে বলেন ঃ 'কবি কা'ব ছিলেন কবিতা ও কাব্য জগতের একজন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট অনুরাগী। পিতা যুহাইর ইবনু আবি সুলমা কা'বের এই কাব্যানুরাগ দেখে তাকে শুধু লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই নয়, বরং কঠোর যন্ত্রণা-দায়ক দৈহিক শাস্তিও দিতে শুরু করেন। কিন্তু হৃদয়বান কবি কা'ব এ সত্ত্বেও তাঁর নিরলস কাব্য চর্চা থেকে এক তিল বিচ্যুত, বিরত বা বিমুখ হয়ে থাকতে পারলেন না। দিনের পর দিন তাঁর কবিতা চর্চা এবং কাব্য প্রীতি বর্ধিত ও উত্তরোত্তর উন্নত হয়েই চললো।

অবশেষে তাঁর পিতা নিরুপায় হয়ে একদিন তাঁকে স্বীয় উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিয়ে এক ঊষর ধূষর বিস্তীর্ণ প্রান্তর অভিমুখে গমন করলেন। অতঃপর তাঁর সামনে এ ধরনের কবিতাবৃত্তি করার পর তাঁর গুণাগুণ সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। উদীয়মান কিশোর কবি কা'ব সঙ্গে সঙ্গে বেশ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে তাঁর চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত অভিমত প্রদান করতে শুরু করলেন।

এভাবেই আল্লাহ্‌প্রদত্ত এ অনন্য কাব্যিক প্রতিভা ও বিচার বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে পিতা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। শুধু তাই নয়, স্বীয় পুত্রের মাঝে একজন পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক কবির সকল বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা পূর্ণ মাত্রায় দেখতে পেয়ে তিনি পরম প্রীতি লাভ করলেন। অতঃপর

www.pathagar.com

তিনি কা'বকে কাব্য রচনা ও কবিতাবৃত্তির খোলা অনুমতি প্রদান করলেন।[১]

আরবী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ও নামকরা ভাষাবিদ ইবনু সালাম আমাদের আলোচ্য কবি কা'ব ও তাঁর সমসাময়িক কবি হুতাইয়া সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা সেটা পূর্ণভাবে এখানে উল্লেখ করছি এবং আগেও করেছি ঃ

বিষয়টি লজ্জাকর হলেও ইবনু সালাম ছাড়া অন্যরাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনাটির অবতারণা করেছেন। যেহেতু এটা প্রাক-ইসলামী খ্যাতিমান কবি আউস ইবনু হাজারের মতবাদ ও মৌলিক নীতিরই ধারক ও বাহক এবং এই মতবাদের সঙ্গে অন্যান্য মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিদ্বন্দ্বিতাও রয়েছে। তাই আমরাও এখানে তার বর্ণনা দিচ্ছি। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

একবার কবি জিরওয়াল ইবনু আউস আল হুতাইয়াহ্ (মৃত্যু ৬৭৯ খৃীঃ) কা'ব ইবনু জুহাইরকে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, তোমার পরিবারবর্গের কবিতাবলী ছাড়া আমি আর কারো কবিতা বর্ণনা করি না। আর তুমি একথাও বিলক্ষণ জানো যে, তুমি ও আমি ব্যতিরেকে আজ প্রায় সকল খ্যাতিমান কবিই ইহজগত থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং যদি তুমি দয়া পরবশ হয়ে এমন কতকগুলো কবিতা রচনা করতে, যেখানে তোমার কথার সঙ্গে আমার কথাও উল্লেখ থাকতো, তাহলে কতোই না ভাল হতো। কারণ জনগণ তোমাদের রচিত কবিতাবৃত্তি করতে বেশ আগ্রহান্বিত ও উৎসুক।"

এসব কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে কবি কা'ব ইবনু যুহাইর নিম্নলিখিত কবিতাগুলো রচনা করেন ঃ

১. ফামান লিল কাওয়াফি শানু মাঁই ইয়াহুকুহা
ইযা মা-ওয়া-ওয়াকা'বুন ওফাওয়াযা জিরওয়ালু।

২. কাফাইতুকা লা-তুলকী মিনান্নাসি ওয়াহিদা,
তুনাখ খিলু মিনহা মিসলুমা ইত্তানাখ খিলু।

৩. ইউসক্ কিফুহা হাত্তা তালিনু মতুনোহা —
ফা-ইয়াকসরু আনহা কুল্লু মা ইয়ামাসসালু।

১. মওলানা আবদুস সামাদ সারিম অনূদিত ঃ তানকীদাতে তাহা হুসাইন—পৃঃ ১১৫।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ১. "কবি কা'ব ও কবি জিরওয়ালের অন্তর্ধানের পর আর এমন কে আছে যে, কাফিয়ার (মিত্রাক্ষর ছন্দের) চাদর বয়ন করবে অর্থাৎ কবিতার সংরক্ষণ করবে ?

২. তুমি জনগণের মধ্যে তার মতো উত্তম রচনাকারী আর কাকেও পাবে না, যার কবিতা থেকে সুন্দর সুন্দর কাফিয়া বা মিত্রাক্ষর ছন্দ চয়ন করে নিতে পার, যেমনভাবে সে চয়ন করতো।

৩. সে কবিতা সংশোধন করতো তখন তার (কবিতার পৃষ্ঠদেশ নরম হয়ে পড়তো এবং তার তুলনায় অন্যান্য কবিতা বেশ তুচ্ছ ও হেয় প্রতীয়মান হতো।[১]

অবশ্য কবি শাম্মাখের ভাই দুঃসাহসিক কবি মুযার্রাদ ও কা'বের এই কবিতার প্রতিবাদকল্পে বেশ কতোগুলো কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখানে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করে আমরা বর্জন করতে চাচ্ছি।

প্রফেসর তাহা হুসাইন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের একজন সেরা সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের কথা যে, তাঁর সমালোচনা গঠনমূলক না হয়ে প্রায় সবগুলোই হয়েছে আপত্তিকর ও বিরোধপূর্ণ। পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধেও তিনি বিষোদগার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অবশেষে যখন দেখলেন যে, পবিত্র কুরআনের সমালোচনা করে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, তখন প্রাণের ভয়ে তিনি তওবা করলেন।

অনুরূপভাবে আমাদের আলোচ্য কবি কা'ব ইবনু যুহাইর সম্পর্কেও এ ধরনের সমালোচনা করতে গিয়ে ডঃ তাহা হুসাইন বলেনঃ বিভিন্ন পুস্তক পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, কা'বের বর্ণনাকারীদের অনেকেই তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে সম্যক অভিহিত নন। তাঁরা শুধু এতটুকুই জানতেন যে, কবি কা'ব ইবনু যুহাইর ছিলেন কবিতা ও কাব্যের বিশেষ অনুরাগী।[২]

ইবনু জিন্নী ও ইবনু দুরাইদ বলেনঃ একবার আরবের প্রখ্যাত কবি নাবিগা জুবইয়ানী (মৃত্যু ৬০৪ খ্রীঃ) কবিতার একটি চরণ দ্বারা

১. ডঃ তাহা হুসাইন কৃত মওলানা' আবদুস সামাদ সারিম অনূদিত তানকিদাতে তাহা হুসাইন : ২১৬—১৭ পৃষ্ঠা, মূল : তাবাকাত ইবনু সাল্লাম : ২১ পৃষ্ঠা।

২. প্রাগুক্ত : পৃঃ ২১৮।

www.pathagar.com

হিরার বাদশাহ্ নু'মান ইবনু মুনযিরের প্রশংসা করেন। চরণটির বাংলা অনুবাদ এই ঃ

"তোমাকে একদিন না দেখতে পেলে ভূপৃষ্ঠ হালকা হয়ে পড়ে আর তার উপরিভাগে তুমি যতদিন উপস্থিত থাক তত দিন সে ভারী হয়ে থাকে।"

এতদ্‌শ্রবণে বাদশাহ নু'মান অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন এবং কবি নাবিগাকে বলেন ঃ তোমার রচিত এই চরণ দ্বারা আমার প্রশংসা না হয়ে কুৎসাই বেশী হয়েছে। এর ভাব পরিষ্কার করার জন্য তুমি তাই আরও একটা চরণ রচনা করে এর সাথে যোগ কর। কিন্তু কবি নাবিগা দ্বারা তা রচনা করা আর সম্ভব হলো না। তখন বাদশাহ্ নু'মান তাকে তিন দিনের সময় দিয়ে বললেন ঃ যদি এর মধ্যে নিয়ে আসতে পারো তাহলে একশোটি উৎকৃষ্ট উট পুরস্কার পাবে, নতুবা তরবারির সাহায্যে তোমার শিরশ্ছেদ করবো। কবি নাবিগা তখন ভীত বিহ্বল হয়ে কম্পিত চিত্তে বেরিয়ে পড়লেন সেখান থেকে। অতঃপর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিনি যুহাইর ইবনু আবি সুলমাকে (মৃত্যু ঃ ৫৬৯ খৃীঃ) সংগে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল উভয়ে মিলে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে একটা সুন্দর চরণ রচনা করবেন। কবি কা'ব তখন ছোট্ট শিশু। পথিমধ্যে সমবয়সী বালকদের সাথে ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ত তিনি। পিতাকে যেতে দেখে খেলা ছেড়ে তিনিও সঙ্গ নিলেন। কিন্তু পিতা এতে বাধ সাধলেন। কবি নাবিগা বললেন ঃ কোন ক্ষতি নেই ; আসতে দাও তাকে আমাদের সংগে। তারপর সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে বসে থেকেও এই প্রবীণ কবিদ্বয় দ্বারা চরণ সংযোজন সম্ভবপর হলো না। ইতিমধ্যে নাবিগা শিশু কবি কা'বকে কোলে নিয়ে আদর সোহাগ-করতে করতে বললেন ঃ ভাতিজা! তুমি সংযোজন কর দেখি! তখন সংগে সংগে কা'ব বলে উঠলেন ঃ

লি-আন্নাকা মাউজিউল কেছতাছে মিন্‌হা,
ফা-তামনাউ জ্বানিবায়হা আন তামিলা

"কারণ (হে নু'মান) তুমি ভূ-পৃষ্ঠের উপর (ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে) দাড়ি পাল্লার ন্যায়। সুতরাং তুমি তার প্রান্তদ্বয়কে ঝুঁকে যাওয়া থেকে বাধা দেবে।"

বলা বাহুল্য বাদশাহ্ নু'মান এই চরণটি দেখে খুশী হন এবং কবি নাবিগাকে একশ উট দ্বারা পুরস্কৃত করেন। আসলে কিন্তু এটা কা'বের

www.pathagar.com

প্রাপ্য ছিল। কবি নাবিগা তাই উক্ত উট কা'বের সামনে পেশ করলে কা'ব তা' নিতে অস্বীকার করেন।[১]

আগেই বলেছি, কবি কা'ব যখন মসজিদে নববীতে নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি তাঁর শিরশ্ছেদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। কবি এতে অসন্তুষ্ট হয়ে কাসীদায়ে 'বানাত সুয়াদ'-এর সাথে এমন করে কতিপয় চরণ সংযোজন করলেন, যাতে আনসারদের কুৎসা ও মুহাজিরদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সূচিত হলো। কিন্তু ইসলাম প্রচারে আনসার সম্প্রদায়ের দান অস্বীকার করবে কে? তাই কবি এই কুৎসার ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরবর্তীকালে, আনসারদের একটা স্তুতি কাব্য রচনা করেন। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল এই স্তুতিবাচক রচনার প্রতি।

১. মান ছাররাহু করমুল হায়াতি ফালা য়াযাল
ফীমান কাবিন মিন ছালিহিন আনসারি

২. ওয়ারিছুল মাকারিমা কাবীরান আন কাবীরিন্
ইন্নাল খিয়ারা হুম বানুল আখয়ারি

৩. আল মুকরিমীনাচ্ছাম হারিয়া বি আযরুইন্
কাছাওয়াবি ফিল হিন্দিয়ে গায়রি কিছারি

৪. ওয়ান নাজিরীনা বি আ'য়ুনিন্ মুহ্মাররাতিন
কাল জাম্‌রি গায়রি কালীলাতিন আবছারি

৫. ওয়াল বাইয়েনা নফুছাহুম লিনাবিয়্যিহিম
লিল মাওতি এয়াওমা তাআনুক্কিন ওয়া ক্কিরারি

৬. য়াতা-তাহ্হারুনা য়ারাওয়ানাহু নুছুকান লাহুম
বিদিমাই মান আলাকু মিনাল কুফ্ফারি

অর্থাৎ ১. মহান জীবন যাপন যাকে আনন্দ দান করে সে যেন সব সময় মহান আনসারদের অশ্বারোহী সেনার সাথেই থাকে।

২. এই সৎ স্বভাব তাঁরা বাপ-দাদার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন উত্তরাধিকারসূত্রে। নিশ্চয়ই সৎলোক আনসারদেরই সন্তান-সন্ততি।

৩. এরা ঢালের সাহায্যে সামহারী বর্শাকেও ফিরিয়ে দেন। এগুলো আকারে ছোট নয়, বরং তৎকালীন হিন্দুস্তানে তৈরী তরবারির মতোই লম্বা।

১, হাফিয ইবনু হাজার, আল ইসবাহ (পঞ্চম খণ্ড) পৃ: ৩০৩।

www.pathagar.com

৪. এরা ক্রোধের সময় রক্তবর্ণের চক্ষু দিয়ে অবলোকন করে থাকেন ; যে চক্ষুর মাঝে কোন প্রকারের অন্ধত্ব নেই বরং তা কয়লার জ্বলন্ত এবং লোহিত রংবিশিষ্ট।

৫. এরা তাদের প্রিয় নবী (সঃ) এর খাতিরে আত্মার বিনিময় করতেও সদা প্রস্তুত। আর সেই পরস্পর আক্রমণের দিনে নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দিতে একটুকুও পরাঙমুখ নয়।

৬. এঁরা নিজেরা বিশুদ্ধ বিধৌত হয়ে থাকতে চান আর এটাকে নিজেদের জন্য 'ইবাদত' মনে করেন। এরা কাফির বিধর্মীদের রক্ত প্রবাহিত করে বিশুদ্ধ হতে চান।

আরবী কাব্যকলায় কবি কা'বের এত সব গুণাবলী আর কৃতিত্বের পাশাপাশি এত কিছু দোষ-ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর কাব্যধারায় প্রায়শই কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দমালা প্রয়োগ করে থাকেন। এই কারণেই সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে তা ততটা বোধগম্য নয়। এছাড়া তিনি স্বীয় কাসীদায় যেসব উপমা-উৎপ্রেক্ষা, তুলনা এবং ইশারা-কিনায়া ব্যবহার করেছেন সেগুলোও বেশ জটিল, কঠিন এবং দুর্বোধ্য। সম্ভবত তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পিতা যুহাইরের শিক্ষক আউস বিন হাযারের তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ করেছিলেন।

আরবের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক ইবনে কুতাইবা তাঁর 'আশ্-শে'র ওয়াশ শুয়ারা' নামক গ্রন্থে এবং মুহাম্মদ বিন সাল্লাম জুমাহী তাঁর 'তাবাকাতুশ শুয়া'রা' নামক গ্রন্থে কবি কা'বকে সমস্ত জাহেলী কবিদের দ্বিতীয় স্তরে শুমার করে এবং কবি জিরওয়াল হুতাইয়ার (মৃত্যু ৬৭৯ খ্রীঃ) আগে স্থান দান করেন।[১] তবে একথা সত্য যে, জাহেলী যুগে কবি কা'বের কাব্যকলা যে উচ্চ মানদণ্ডের উপর কায়েম ছিল তা ইসলামী যুগে এসে অনেকখানি নিম্নস্তরে নেমে যায়। কাসীদায়ে 'বানাত সু'আদ' এর শেষের কবিতাগুলোই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য এর ন্যায়সঙ্গত কারণও রয়েছে। কারণটা এই যে, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার পর কাব্য কীর্তির প্রধান উৎসটাই অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ ইসলাম কোন দিনই উৎকৃষ্ট প্রতিশোধ গ্রহণ, প্রবৃত্তির বশ্যতা প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেয় না। অথচ এগুলোই কাব্য-কীর্তির প্রধান উপকরণ।

১. ইবনু কুতাইবা : কিতাবুশ-শে'র ওয়াশ শুয়ারা'—পৃঃ ৫২ ; মুহাম্মাদ বিন সাল্লাম : তাবাকাতুশ শু'য়ারা'—পৃঃ ৬৯—৬১।

www.pathagar.com

কবি কা'ব ইবনু যুহাইরের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলো সবখানে সমভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে থাকে ঃ

১. লাওকুন্‌তু আ'জাবুন মিন শায়-ইন লা আ'জাবানি
ছা'য়ালফাতা ওয়া হুয়া মাখবুউন লাহুল কদরা
২. য়াছ'ইল ফাতা-লি-উমুরিন্‌ লায়ছা য়ুদরিকুহা
ফান্নাফছু ওয়াহিদাতুন ওয়াল হাম্মু মুনতাশিরা
৩. ওয়াল মারউ মা আশা মমদুদুন লাহু আমালুন
লাতাম তাহিল আইনু হাত্তা য়ানতাহিল আচারা

অর্থাৎ ১. তুলনামূলকভাবে দুনিয়ার কোন বস্তু যদি আমার পছন্দনীয় থাকে তবে তা' হচ্ছে তরুণের প্রচেষ্টা ; অথচ তাঁর ভাগ্য তাঁর কাছে অপ্রকাশ্য।

২. তরুণ এই জড়-জগতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। অথচ তার উদ্দেশ্য সবসময় সিদ্ধ হয় না। তাঁর আত্মা এক, কিন্তু ইচ্ছা ব্যাপক ও দিগন্ত প্রসারী।

৩. মানুষ যতদিন জীবন ধারণ করে, ততদিন তার আশা-আকাঙ্খা থাকে দিগন্তপ্রসারী, যতদিন তাঁর অনুসরণ শেষ না হয়, ততদিন তাঁর দৃষ্টিচারণও শেষ হয় না।

তিরমিজী তাঁর 'তাবাকাতুন নুহাত' নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা জালাল সয়ূতীও তাঁর গ্রন্থে (মৃত্যু ঃ ৯৯৯) বলেন, কবি কা'বের অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক কবি তাদের কাব্যগুচ্ছ শুরু করেছেন 'বানাত সু'আদ' নামক আদ্য শব্দদ্বয় দিয়ে। 'বুলদার-আল-ইস্পাহানী' একাই এরূপ ন'শোটি কাসীদা মুখস্থ রেখেছিলেন, যার আদ্য শব্দদ্বয় ছিল 'বানাত সু'আদ'। তন্মধ্যে দশটি কাসীদার প্রাথমিক চরণ স্বয়ং ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতীও উল্লেখ করেন। যেমন কবি রাবিয়া ইবনু মাজর আয্‌-যাবি বলেন ঃ

বানাত সু'আদু ফাআমছাল কালবু মা'মুদান
ওয়া আখলাফাত কাবনাতুল হার্‌রিল মাওয়াগিদা

কা'নাব ইবনু জামরা বলেন ঃ

বানাত সু'আদু ওয়া আমছা দু-নাহা আদানুন
ওয়া আল্লাকাত ইন্দাকা মিন কাবলিকার রাহানু

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে আমাদের পূর্বোল্লেখিত কবি নাবিগা আয-যুব্ইয়ানী বলেন ঃ

বানাত সু'আদু ওয়া আমছা হাবলুহা আনখারামা
ওয়াহতাল্লাতিল ফারূউ ওয়াল আজদাউ মিন আযমা

খ্রীস্টান কবি আখতাল বলেন ঃ

বানাত সু'আদু ফাফিল আয়নাইনি মাহলুলুন
মিন হুব্বিহা ওয়া ছাহীহুল জিসমি মাখবুলু

কবি কা'বের পিতা যুহাইর ইবনু সুলমা বলেন ঃ

বানাত সু'আদু ওয়া আমছা হাবলুহা ইন কাতাআ'
ওয়া-লায়তা ওয়াছলান লানা মিন হাবলিহা রজাআ'

কবি কা'ব ছিলেন সদবংশজাত এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। জাহেলী যুগে এবং ইসলামের পরবর্তী যুগেও তিনি সমান তালে কাব্য রচনা করেছেন। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে তিনি ছিলেন সবার উর্ধ্বে, সবার উচ্চে।

আরবের কাব্য সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কবি কা'বের অনবদ্য অবদান ও অমর সৃষ্টি এই 'বানাত সু'আদ'। এই ক্ষণজন্মা কবি-প্রতিভার অবিস্মরণীয় কাব্যগুচ্ছ মহানবীর যোগ্য প্রশংসা ও গুণকীর্তনে ভরপুর।

তাঁর এই মহাকাব্য সমগ্র আরব সাহিত্যে এক অপূর্ব আলোড়ন ও রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আজ থেকে চৌদ্দশো বছর বিলীন হয়ে গেছে কালের গর্ভে—তথা অতীতের পথে অনন্তকাল সাগরে মিশে গেছে। ছোট-বড় কতো বিচিত্র ঘটনাপঞ্জী সংঘটিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে কালের খাতায়। কিন্তু কবি কা'বের এই অমর কাব্যের সুখ্যাতি তেমনই অম্লান, অটুট ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে—কোথাও এর দাগ পড়েনি। বরং সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের বর্তমান যুগপ্রেক্ষণায় এর জনপ্রিয়তা আরও বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। এমন কি সারা জাহানে আরবী শিক্ষার প্রায় সমগ্র প্রাণকেন্দ্রগুলোতে তাঁর কবিতাবলী পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে অতি আগ্রহ সহকারে পড়ানো হয়।

কবি কা'বের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষাশৈলীর আশ্চর্য গতিশীলতা, শব্দ সম্ভারের অতুলনীয় বিন্যাস-ভঙ্গী এবং রচনারীতি ও

www.pathagar.com

বর্ণনার অপূর্ব সাবলীল মুক্তছন্দ। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর ভাষা-শৈলী ও বর্ণনারীতির মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে এমন একটি শিল্প সৌকর্য এবং আবেগময় প্রাণময়তা, যার অতি আকর্ষণীয় চুম্বক স্পর্শ পাঠক-পাঠিকাকে একটানে তাঁর বক্তব্যের শেষ কথাটি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এজন্যই কবি কা'বের কাব্য সঞ্জীব ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।[১]

অমর কাব্যশিল্পী কা'বের সর্বতোমুখী প্রতিভার আর একটি অবিস্মরণীয় প্রমাণ হচ্ছেঃ তাঁর কাব্য আজ আর কোনো দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়; দুনিয়ার সকল দেশের সাহিত্যামোদী মানুষই তাঁর কাব্য বরণ করে নিয়েছে তাদের স্বপ্ন, কল্পনা আর ধ্যান-ধারণার মহান রূপকারের আসনে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের প্রায় অধিকাংশ ভাষা-ভাষীই একে নিজ নিজ ভাষায় তর্জমা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তন্মধ্যে ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান, তুর্কী, ইংরেজী এবং ইটালী ইত্যাদি উন্নত ভাষায় অনুবাদগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] সত্যকথা বলতে কি, কবি কা'ব তাঁর কাব্যে যে নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন, বিশ্ব মুসলিম সাহিত্যে তা অনন্যসাধারণ। তাঁর কাব্যের গুণেই তাঁর সুখ্যাতি প্রাচ্যের বিদগ্ধ সমাজের সীমারেখা অতিক্রম করে পশ্চিম গোলার্ধের কাছেও বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।

কবি কা'বের এই কাসীদায় 'বানাত সু'আদের' তরজমা বিদেশী তথা ইউরোপীয় কোন কোন ভাষায় হয়েছে সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই বিদেশী ভাষান্তরকরণ ছাড়াও শুধুমাত্র আরবীতেই এর বহু শারাহ বা বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই আরবী শারাহ বা বিশদ ব্যাখ্যাগুলোও মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের বহু চিন্তাবিদ মনীষীদের একনিষ্ঠ সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের গ্রন্থাগারগুলোতে এই কাসীদার অসংখ্য কপি এবং অগণিত শারাহ কলমী পাণ্ডুলিপির আকারে সংরক্ষিত রয়েছে।

---

১. আহমদ হুসাইন যাইয়াতঃ 'তারিখুল আদাবিল আরাবী'—পৃঃ ২২৩।

২. হান্নান-আল-ফাখুরীঃ 'তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২৩২।

www.pathagar.com

নিম্নে আমরা এই প্রখ্যাত এবং প্রথিতযশা ব্যাখ্যাতা ও টীকাকারদের কিছু নামোল্লেখ করছি ঃ

১ আবুল আব্বাস আল-আহওয়াল।

২ মধ্যপ্রাচ্যের বসরা নিবাসী আবু বকর মুহাম্মদ বিন হাসান বিন দুরাইদ আল আযদী। (২২৮-৩২১ হিঃ ১৭ই শাবান)।[১]

৩. তাবরীয নিবাসী আবু যাকারিয়াহ ইয়াহ্ইয়া ইবনু আলী ইবনুল খাতীব আত-তাবরিযী (৪২১—৫০২ হিঃ) এর একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত। ক্যাটালগ নং ৮০২ II।

৪. আবু বাকর মুহাম্মদ ইবনু বাশ্শার আল-আম্বারী আবুল বারাকাত আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবি সাইদ আল-আম্বারী।

৫. জুলকাদা নিবাসী জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনু ইউসুফ ইবনু হিশাম আল-আনসারী। (১৩০৮—১৩৬০ খ্রীঃ, ১৮ই সেপ্টেম্বর)।[২]

৬ ইব্রাহিম ইবনু মুহাম্মদ আল-বাজুরী আশ-শাফিয়ী (১১৯৮ হিঃ/১৭৮৩ খ্রীঃ—১২৭৭ হিঃ/১৮৬১ খ্রীঃ)।[৩]

৭. আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল হাদ্দাদ আল-বাজালী।

৮ আবুল মাহাসিন তাকীউদ্দিন আবু বাকর ইবনু আলী ইবনু হিজ্জা আল-হামুভী আল-কাদরী আল-হানাফী (৭৬৭ হিঃ/১৩৬৬ খ্রীঃ - ৮৩৭ হিঃ/১৪৩৪ খ্রীঃ)।[৪]

৯. আফুন ফজল আবদুর রহমান ইবনু আবি বকর আস-সয়ূতী (৮৪৯ হিঃ/১৪৪৫ খ্রীঃ—৯১১ হিঃ/১৫০৫ খ্রীঃ, ১৭ই অক্টোবর)।[৫]

১০. আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মদ আল-কাদরী আল-হারাভী (মৃত্যু ঃ ১০১৪ হিঃ/১৬০৫ খ্রীঃ)।[৬]

১১ আবদুল্লাহ-আল-হিজ্রী।[৭]

---

১. Ahlwards Berlin catealogue No. 7489.

২. Edited by Guidi, Leipsic 1871-74 and also in Egypt in 1307 A. H.

৩. Printed in Egypt on the margin of Ibn Hisham's commentry in A. H. 1307

৪. Barlin catalogue No 7495.

৫. Berlin catalogue No 7497.

৬. Ibid No 7498/19 ; Munich catalogue, 886.

৭. Ibid No 7496.

www.pathagar.com

১২ লুত্‌ফ আলী। [১]

১৩. সালীহ ইবনু সিদ্দীক আল খামরাজী। [২]

১৪. ঈসা ইবনু আবদুল আজীজ আল-জাযুলী। [৩]

১৫. মুহাম্মদ ইবনু আহমদ সউদী। [৪]

১৬ আবদুল্লাহ-আল-মাউসেলী। [৫]

১৭. মুহাম্মদ ইবনু হুসাইন আল কফাভী। [৬]

১৮. জামালু-আল-মাক্কালী। [৭]

১৯. কাজী শিহাবুদ্দীন আল-হিন্দী, জৌনপুরী, দৌলতাবাদী (মৃত্যু ঃ ৮৪৯ হিঃ/১৪৪৫ খ্রীঃ)। [৮]

২০. আবদুল্লাহ্ বিন আলী আল-আব্বাসী আত তালীব। [৯]

২১. আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু ইব্রাহিম আল-আনসারী আল ইয়ামিনী আশ্ শিরওয়ানী (১২৪১)। [১০]

২২. আশ শাইখ ইব্রাহীম আল-বাজুরী।

২৩. আবু যার খুশানী আন্দালুসী।

২৪. আবদুর রহমান সুহাইলী আন্দালুসী।

২৫. মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক ইবনু হিশাম (মৃত্যু ২১৩ হিঃ) তাঁর সিরাতে নবভীয়ার চতুর্থ খণ্ডে কবি কা'বের সম্পূর্ণ কাসীদাটি নকল করেছেন এবং তার বিস্তারিত শারাহও দেওয়া হয়েছে। [১১]

---

১. Ibid No 7500.

২. Derubourg. Escurla catalogue No 304.

৩. Fagnan, Alger catalogue No 1830.

৪. Munich catalogue No 542.

৫. Paris catalogue No 3078.

৬. Ibid No 3078.

৭. Die Refaiya Fbischer, 17.

৮. Printed at Ma'arif' Hyderabad' Deccar under the title of Muasaddiq-al-fadl in A. H. 1322.

৯. Imperial Library, Calcutta No 436, IV.

১০. Imperial Librarry, Calcutta. No 436 Printed in Calcutta.

১১. Prof. Ali Mohria Siddiql : Ka'ab bin Zuhair Awr Qusida-I-Banat Su'ad.

: Maktaba-I-Ishaqia, Karachi : 1968 : P. 32.

www.pathagar.com

কবি কা'বের এই কাসীদায়ে 'বানাত সু'আদ' বহুবার প্রাচ্যদেশে এবং পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় দেশসমূহে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কখনো পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়েছে – আবার কখনো অন্য সাহিত্য সংকলনের সংগে সংযোজিত আকারে। ১৭৫৭ সালে একটি সুন্দর শারাহসহ এটি লীডেন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

অতঃপর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে হল্যাণ্ড থেকে, ১৮৩১ সালে লিপজিগ থেকে, ১৮৯০ সালে প্যারিস ও কনস্টান্টিনোপল থেকে এবং ১৯৩১ সালে বৈরুত থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মিশরে যে কতবার ছেপেছে তার ইয়ত্তা নেই। বনু হিশাম আনসারীর ইশারাহটি শায়খ ইব্রাহীম বাবুরীর হাশিয়াসহ ১৩৪৫ হিজরীর রজব মাসে ইসা আল-বারী-আল হালাবী প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে। শুধুমাত্র মিশরে কেন, আমাদের বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান থেকেও বহুবার বিভিন্ন ভাষায় এর তরজমাসহ ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের আরবী শিক্ষায়তনগুলোর উচ্চমানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষ ও সম্মান ক্লাসগুলোতে 'কাসীদায়ে বানাত সু'আদ' পাঠ্য তালিকাভুক্ত। ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে এক বার মওলানা আবদুর রহমান কাশগরীকৃত উর্দুতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এটিই সর্বপ্রথম আমার পড়ার সুযোগ হয় মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহ্ নদভীর (১৯০০—১৯৭২) কাছে। উর্দু ভাষায় প্রথম 'কাসীদায়ে বানাত সু'আদের' বিশদ ব্যাখ্যা লিখে প্রকাশ করেন মরহুম মওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী। এর নাম ই'রশাদ ইলা-বানাত সু'আদ'। এটিই তিনি প্রধানত ইব্রাহিম বাজুরীর আরবী শারাহকে অবলম্বন করেই লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য তিনি মুযাল্লাকা এবং দিউয়ান হামাসার ও দিউন্ মুতানাব্বীরও উর্দু শারাহ লিখে প্রকাশ করেন।

পরবর্তীকালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আলী মহসীন সিদ্দিকীও উর্দুতে এর আর একটি ভাষ্য লিখেন। এর পরিবেশক ও প্রকাশক করাচীর জুনা মার্কেটস্থ মাকতাবা-ই-ইসহাকিয়া। এর প্রকাশকাল নভেম্বর, ১৯৬৮ সাল। মূল্য— ২·৫০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪। ফারসী ও তুর্কী ভাষায় এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। তন্মধ্যে মুহাম্মদ আবিদ লাহোরীর ফারসী ব্যাখ্যাটি বেশ সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৬৮ সালে ভারতের 'আযমগড়' থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মাআ'রিফ' পত্রিকায় হাকিম মুহাম্মদ ইমরান খান লিখিত

www.pathagar.com

এক প্রবন্ধ ছাপা হয়। উক্ত প্রবন্ধেও কবি কা'ব ও তাঁর কাব্যকলা এবং এর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা, কবি এই ক্ষমা প্রার্থনা-মূলক কাব্যকে অবলম্বন করে প্রাচ্য দেশে যতটা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, ততটা হয়ত আর কারো বেলায় হয়নি।

আমাদের বাংলা ভাষায় সম্ভবত এর প্রথম তরজমা করে প্রকাশ করেন জ্ঞান-সাধক মনীষী প্রবর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মরহুম (১৮৮৫—১৯৬৯ খ্রীঃ)। এই তরজমার সূচনায় তিনি কবি কা'বের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর কাসীদার ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এটি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭ সালে প্রথমবার প্রকাশ পায়।

শাহ্ বালিগুদ্দীনের 'কাসীদায়ে বুরদা' শীর্ষক উর্দু প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করেন গোলাম সুবহান সিদ্দিকী। এটি ১৯৫৮ সালে ডিসেম্বর সংখ্যায় ঢাকার 'মাসিক মদীনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া উক্ত পত্রিকার জুন সংখ্যায় অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার মুমতাজীর লিখিত 'কবি কা'বের কাব্য' শীর্ষক আর একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সুন্দর প্রবন্ধটি পড়ে তখন আমি বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম। এই কাসীদার তিনি কাব্যানুবাদও করেন। কবি কা'বের এই কাসীদাটি সাধারণত 'বসীত' নামক প্রসিদ্ধ ছন্দে গ্রথিত, যে 'বসিত' ছন্দ সম্পর্কে কবি বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই 'বসীত' ছন্দই তাঁর কাছে আশা-ভরসার জাল বিস্তার করে থাকে।" (শায়খ ইব্রাহিম আল বাজুরী ঃ আল ইসআ'দ ঃ পৃঃ ৭)

কাসীদার প্রথম দুই পংক্তির শেষে মিল আছে। তারপর মিল রয়েছে প্রত্যেক যুগ্ম পংক্তির কাফিয়া বা শেষ অক্ষরের সংগে। 'মুসতাফ ইলান-ফাইলান, মুসতাফ ইলান-ফাইলান।" সর্বমোট ৫৯ শ্লোকে কাসীদাটি সমাপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ কাসীদাটিকে তিন বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. জাহেলী কবিদের চিরাচরিত রীতিনীতি অনুসারে গজল বা প্রেম সংক্রান্ত (Erotic prelude) ভূমিকার মাধ্যমে কাব্য সূচনা। এই প্রেম-মূলক ভূমিকা (Amatory or Erotic prelude) প্রথম থেকে ১২ শ্লোক পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

২ কবির প্রধান যানবাহন উষ্ট্রীর দৈহিক গুণবাচক বর্ণনা, যে উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে তিনি প্রিয়ার বাসস্থান পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম

www.pathagar.com

হবেন। এই বর্ণনাধারা প্রধানত ১৩ থেকে ৩৩ শ্লোক পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

৩. ক্ষমা প্রার্থনা এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও মুহাজিরিনদের স্তুতি বা প্রশংসামূলক। এই বর্ণনা ৩১ থেকে শুরু হয়েছে এবং ৫৮ শ্লোক পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। কবির কাব্যধারার পরিসমাপ্তিও এখানে ঘটেছে।

একথা সত্যি যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পর তাঁর সাহাবায়ে কিরাম-ই হচ্ছেন ইসলামের আদর্শ পুরুষ ও মূল উৎস। নিজেদের তাজা রক্ত দিয়ে তাঁরা দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইসলামরূপ মহীরুহকে সঞ্জীবিত ও পত্র-পল্লবিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ "ওয়ামা আল্লামনাহুশ শে'রা.....এবং আশ শুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউ হুমুল গাউন..... .....ইয়াফয়ালুন"—এর প্রেক্ষিতে সাহাবাই কিরাম কাব্য চর্চার প্রতি ততটা মনোযোগী ও আকৃষ্ট হন নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আরবের প্রায় সকলেই ছিলেন স্বভাব-কবি। তাই অধিকাংশ সাহাবাই জীবনের বিশেষ পর্যায়ে কিছু না কিছু কবিতা রচনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে হাস্‌সান-বিন সাবিত, আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা, কা'ব বিন মালিক, কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথমোক্ত কবিত্রয় রসূলুল্লাহ্‌র দরবারী কবি (Court poet) নামে অভিহিত ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত কবি হযরত কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ) কাব্য কীর্তির দিক দিয়ে কম ছিলেন না। তাঁর কাব্য আজও আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রামাণ্য উৎস হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। এই দাবীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ অকাট্য দলীল এবং ব্যাপক বিস্তারিত ও বিভিন্নমুখী আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই প্রদান করেছি।

তাই এবারে বাংলা ভাষাভাষী সুধী পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য কবি কা'বের অমর কাব্য 'বানাত সু'আদ'কে আরবী ভাষার নিগড় থেকে বাংলায় ভাষান্তর করে নিম্নে পরিবেশন করছি ঃ

১. সু'আদ বিদায় নিয়েছে। সুতরাং আমার হৃদয় আজ শুধু অস্থির ও পীড়িতই নয়, বরং প্রতি পদবিক্ষেপে এমন বন্দী ক্রীতদাসের ন্যায় হয়েছে, যার কোন মুক্তি মূল্য নেই।

২. বিদায় বেলার সুন্দর প্রভাতে যখন তার পরিবার-পরিজন যাত্রা করে তখন সু'আদকে সুরমাযুক্ত, অবনত দৃষ্টিসম্পন্না এবং রুদ্ধশ্বাসে রোদন-কারিণী ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না।

www.pathagar.com

৩. অগ্রগামী অবস্থায় সে সরু কটিদেশবিশিষ্টা আর পশ্চাদগামী অবস্থায় বৃহৎ নিতম্বধারিণী। তার সম্পর্কে খর্বতা ও দীর্ঘতার কোনই অভিযোগ বা অনুযোগ করা হয় না।

৪. মৃদু হাস্যের সময় সে তার উজ্জ্বল চমকপ্রদ দন্তরাজি বিকশিত করে; মনে হয় যেন তা মদিরায় বিধৌত এবং পর্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ সিক্ত।

৫. সেই মদিরা এমন বৃষ্টির জল দ্বারা বিধৌত বিশুদ্ধ যা সুশীতল ও সুমিষ্ট এবং যা প্রাতঃকালে উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত শীতল সমীরণে সঞ্চারিত স্বচ্ছ পানির সাথে মিশ্রিত।

৬. বায়ু তার সকল আবর্জনা ও মলিনতা দূর করে, আর স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত শুভ্র মেঘমালার রাত্রের বর্ষণ তাকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

৭. সে কতোই না চমৎকার মহীয়সী বান্ধবী, যদি সে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে।

৮. কিন্তু সে এমন এক বান্ধবী যার রক্তের সাথে উৎপীড়ন, মিথ্যা কথন, অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বাক পরিবতন সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে।

৯. সে কখনও এক অবস্থায় স্থায়ী থাকে না। ভূত প্রেত যেমন ক্ষণে ক্ষণে সময়ে অসময়ে তার বেশভূষা পরিবর্তন করে থাকে।

১০. চালুনী যেমন পানি রোধ করতে পারে না, সেও ঠিক তেমনি তার কৃত অঙ্গীকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে না।

১১. সে যে আশা ভরসা দেয় এবং অঙ্গীকার করে তা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। কারণ সে আশা ও স্বপ্ন নিশ্চয়ই ভ্রান্তিময়।

১২. তার দৃষ্টান্ত 'উরকুব' নামক এক আরব নারীর অঙ্গীকারের ন্যায়, যার সব অঙ্গীকারই মিথ্যা ও নিষ্ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৩. আশা রাখি এবং কামনা করি যে, তার প্রেম-প্রীতি আমার নিকটবর্তী হবে, কিন্তু তার কাছ থেকে অনুগ্রহ প্রাপ্তির কোন আশা ভরসা একেবারেই দুরাশা মাত্র।

১৪. সু'আদ এক সুন্দর সন্ধ্যায় এমন দূরদেশে গিয়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে সদ্বংশজাত উত্তম দ্রুতগামী উষ্ট্রী ছাড়া অন্যেরা পৌঁছতে পারবে না।

১৫. সত্যই সেখানে সুদৃঢ় ও সবলদেহী বা ক্লান্ত হলেও ক্ষিপ্রগতি এবং সম্মুখ পানে ধাবমান উষ্ট্রী ছাড়া অন্যেরা কিছুতেই পৌঁছতে পারে না।

www.pathagar.com

১৬. সে এমনই দ্রুতগামী উষ্ট্রী যে ঘর্মাক্তা হলে তার কর্ণমূল সিক্ত হয়। তার প্রধান লক্ষ্যস্থল হচ্ছে চিহ্ন বিলুপ্ত অজ্ঞাত প্রান্তর।

১৭. যখন সে তেজোদীপ্ত হয়ে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও কঠিন বালুকাস্তূপগুলো অতিক্রম করে তখন শ্বেতকায়া বন্য গাভীর ন্যায় নয়নযুগল দ্বারা চিহ্ন বিলুপ্ত অদৃশ্য পথের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে।

১৮. তার গ্রীবাদেশ স্থূল ও পদদেশ স্ফীত ও পুরু। তার গঠন ও আকৃতিতে সমগ্র উষ্ট্রী জাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান।

১৯. সে উন্নত গ্রীবা ও বলিষ্ঠ চিবুকবিশিষ্টা। দৃঢ়াকৃতি নর উষ্ট্রের ন্যায় সে শক্তিশালী। তার পার্শ্বদেশে রয়েছে বলিষ্ঠ প্রশস্ততা আর তার দেহের অগ্রভাগ বালুর টিলার মত।

২০. তার চামড়া সামুদ্রিক কচ্ছপের ন্যায় শক্ত। এই শক্ত চর্মে আঁটুলী কোন ক্ষতি করতে পারে না, আর তার অনাবৃত পৃষ্ঠদেশের দুই পার্শ্ব বেশ ক্ষীণকায় দেখা যায়।

২১. সে (পিতৃ ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকে) সৎ বংশজাত বা ক্ষীণ মধ্যা। তার ভাই, তার পিতা, চাচা ও মামা দীর্ঘ গ্রীবা এবং প্রশস্ত পিঠ বিশিষ্ট আর তার গতি ছিল দ্রুত ও লঘু।

২২. কীট বা আটুলী তার দেহের উপর দিয়ে চলাফেরা করে। অতঃপর মসৃণ বক্ষ ও সরু পার্শ্বদ্বয় তাকে তার উপর থেকে স্খলিত করে পিছলিয়ে ফেলে দেয়।

২৩. সে একটি বন্য গর্দভের ন্যায়, তার পার্শ্বদেশ এত মাংসল যে, মনে হয় কোন দিক থেকে তার উপর মাংস নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তার সামনের পায়ের জানু, তার বুকের উপরিভাগ ও তার সংলগ্ন পার্শ্ব থেকে দূর এবং পৃথক।

২৪. তাঁর নাসিকার অগ্রভাগ থেকে ললাট পর্যন্ত এবং চিবুক থেকে গলদেশ পর্যন্ত অংশটি যেন একটি স্থূল প্রস্তরখণ্ড।

২৫. সে তার পত্র পল্লবিত খর্জুরশাখার লেজকে কুঞ্চিত স্তনের উপর সঞ্চালিত করে যার দোহনের দরুন কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ বন্ধ্যা হওয়ার দরুন তার অকুঞ্চিত স্তন দোহন করা হয় না, তাই সে স্বাস্থ্যবতী।

২৬. সে উন্নত নাসিকাসম্পন্না। দর্শকের জন্য তার উভয় কর্ণের পার্শ্বে আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ (সৌন্দর্য) বিদ্যমান, আর চিবুকদ্বয়ে রয়েছে লাবণ্যময় কোমলতা।

www.pathagar.com

২৭. সে ক্ষীণ হালকা পায়ের উপর দিয়ে দ্রুত অথচ লঘুভাবে যাত্রা করে। শুধুমাত্র শপথ রক্ষার্থে পদদ্বয় ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে থাকে।

২৮. পদাঘাতে সে কংকরগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে ছাড়ে। আর পর্বত শৃংগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তার পাদুকার প্রয়োজন হয় না।

২৯. সে ঘর্মাক্ত হলে এবং পাহাড়ের কংকরময় পাদদেশে মরীচিকা দেখা দিলে তার পদ চতুষ্টয় ঘন ঘন সঞ্চালিত হতে থাকে।

৩০. এটা এমন দিনে ঘটে থাকে, যখন গিরগিট সূর্যের উত্তাপে দগ্ধ প্রায় হয় এবং তার উন্মুক্ত অংশ রৌদ্রদগ্ধ বালুকার ন্যায় হয়ে উঠে।

৩১. ধূসর বর্ণের পঙ্গপালেরা উত্তপ্ত কংকরে বসতে না পেরে যখন পদাঘাত দ্বারা তা অপসারিত করছিল তখন সংগীতকারী উষ্ট্রীচালক স্বীয় গোত্রের লোকদের বললো ঃ তোমরা মধ্যাহ্ন বিশ্রাম উপভোগ কর।

৩২. মধ্যাহ্নের তীব্র খরতাপের সময় তার (উষ্ট্রীর) ঘন ঘন পদ সঞ্চালন মধ্যবয়সী দীর্ঘকায় এক রূপবতী নারীর বাহুদ্বয়ের চালনার ন্যায়, সে উঠে দাঁড়ায় আর শোকাতুরা সন্তানহারা রমণীরা তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে থাকে (উষ্ট্রীর বাহুদ্বয়কে অনন্যাসুন্দরী রমণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

৩৩. কোমল দুই বাহুবিশিষ্টা গভীর শোক প্রকাশিনী এক মহিলা সে। মৃত্যু সংবাদদাতা তার প্রথম সন্তানের মৃত্যু খবর ঘোষণা করলে সে একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।

৩৪. সে দুই হাত দ্বারা তার বক্ষ বিদীর্ণ করছে। আর তার জামা গ্রীবাদেশ হতে ছিন্ন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

৩৫. নিন্দুকেরা তার দু'পার্শ্বে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে আর তাদের উক্তি হচ্ছে ঃ "হে আবূ সালমা তনয়। তুমি নিশ্চয় আজ নিহত।"

৩৬. আর প্রত্যেক বন্ধু—যার আমি সাহায্য প্রার্থনা করলাম—আমাকে বললো ঃ আমি আজ তোমার ব্যাপারে কোন কিছুই করতে পারব না। কারণ আমি তোমা ছাড়া অন্য এক কাজে নিমগ্ন।

৩৭. তখন আমি বললাম, 'তোমরা আমার গতিপথ থেকে সরে দাঁড়াও। নিপাত যাক তোমাদের পিতা, করুণাময় আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তা ঘটবেই।'

৩৮. প্রতিটি নারীসন্তান যার নিরাপদ কাল যতই দীর্ঘায়িত হোক না কেন একদিন না একদিন তাকে জানাযা খাটুলীতে বহন করা হবেই।

www.pathagar.com

৩৯. আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল (সঃ) আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে তো ক্ষমার প্রত্যাশা করা যায়।

৪০. অতএব আমি ক্ষমা প্রার্থীরূপে আল্লাহ্‌ রসূলের কাছে আগমন করেছি, আর এই ক্ষমা প্রার্থনা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে গৃহীত হয়ে থাকে।

৪১. আমাকে একটু সময় দিন, সেই মহান আল্লাহ্‌ আপনাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, যিনি অতিরিক্ত অনুগ্রহস্বরূপ আপনাকে কুরআন দান করেছেন, যে কুরআনে রয়েছে উপদেশমালা ও বিশদ ব্যাখ্যা।

৪২. নিন্দুকের কথায় আমাকে পাকড়াও করবেন না। কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি যদিও আমার সম্পর্কে অনেক বেশী কথাবার্তা হয়ে গেছে।

৪৩. অবশ্য আমি এমন একস্থানে দাঁড়িয়ে আছি এবং এমন কিছু দেখছি ও শুনছি, যদি কোন হাতীও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতো, শুনতে পেত।

৪৪ তাহলে সে নিশ্চয়ই কাঁপতে থাকতো, যদি তার জন্য রসূলে (সঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র আদেশে নিরাপত্তার আশ্বাস না থাকতো।

৪৫. আমি এমন ব্যক্তির করতলে আমার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করেছি যিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন, যার কথা কথাই বটে, আর আমি তাঁর বিরোধিতাও করবো না।

৪৬. যখন আমি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করলাম আর যখন আমাকে বলা হলো ঃ তুমি দোষী ও জিজ্ঞাস্য, তখন তিনি আমার কাছে আরও ভয়াবহ মনে হলেন।

৪৭. (তিনি ভয়াবহ মনে হলেন) অরণ্যে লুক্কায়িত সিংহের চাইতেও যার বাসস্থান হচ্ছে "আছছার' নামক উপত্যকা ভূমি আর যার আশে-পাশে শুধু ঝোপ-ঝাড় আর বন-জঙ্গল।

৪৮. সে প্রত্যুষে বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর তার শাবক দুইটিকে মাংস ভক্ষণ করায় যাদের (শাবকদ্বয়ের) খাদ্য হচ্ছে ধূলায় ধূসরিত ও খণ্ডকৃত নর মাংস।

৪৯. সে যখন কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তাকে ভূপাতিত না করেই ছেড়ে দেওয়া সে নিজের জন্যে বৈধ মনে করে না।

www.pathagar.com

৫০. তার ভয়ে বনের অন্য পশুরা নীরব নিস্তব্ধ এবং তার সন্ত্রাসে পদচারীরা সে উপত্যকা দিয়ে চলাফেরাই করতে পারে না।

৫১. এবং তার উপত্যকায় সদা সর্বদা আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিকেও ভক্ষিত ও তার অস্ত্র ও জীর্ণবস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

৫২. নিশ্চয়ই নবীজী (সঃ) এমনই এক জ্যোতি, যদ্দ্বারা আলোক-প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি আল্লাহ্‌র তলোয়ারসমূহের অন্যতম ভারতীয় তরবারী যা সতত নিষ্কোষিত।

৫৩. কুরাইশ বংশীয় যুবকরা যখন পবিত্র মক্কার উপত্যকায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'তোমরা সবাই মক্কা থেকে মদীনার দিকে সরে যাও।'

৫৪. তাই তারা মদীনার দিকে সরে পড়লো, তবে যারা দুর্বল এবং সম্মুখসমরে বর্মহীন, অস্ত্রহীন এবং অশ্বোপরি ঢলে পড়ে, তারা সরলো না।

৫৫. তারা উন্নত-নাসা, বীর কেশরী, রণপ্রান্তরে তাদের পরিধেয় পোশাক হচ্ছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর তৈরী বর্মসমূহ।

৫৬. শ্বেতোজ্জ্বল ও ঢিলা সর্বাংগ আবৃতকারী বর্মগুলো, একটির মধ্যে অপরটি প্রবিষ্ট, এদের সুদৃঢ় রজ্জু রয়েছে। মনে হয় সেগুলো কাফআ, ঘাসের ন্যায় শক্ত অঙ্গুরীয় বিশেষ।

৫৭. তারা মোটেই আনন্দিত হয় না যখন তাদের তীরগুলো কোন সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হানে, আর তারা বিচলিত বা অস্থির হয় না যখন আক্রান্ত হয়।

৫৮. তারা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের উষ্ট্রীর ন্যায় পথ চলে; অস্ত্রের আঘাত তাদেরকে রক্ষা করে যখন খর্বকায় কৃষ্ণবর্ণের দুশমনরা পলায়নপর হয়।

৫৯. বর্শার আঘাত তাদের বক্ষ ছাড়া অন্য কোথাও পতিত হয় না। আর মৃত্যুর সরোবর থেকে তাদেরকে পালিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় থাকে না।

www.pathagar.com

قال كعب بن زهير رضى الله عنه فى مدحة
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

بانت (١) سعاد (٢) فقلبى اليوم متبول (٣)
متيم (٤) اثرها (٥) لم يفد (٦) مكبول (٧)
وما سعاد غداة البين اذ رحلوا
الا اغن (٨) غضيض (٩) الطرف مكحول
هيفاء (١٠) مقبلة (١١) عجزاء (١٢) مدبرة
لا يشتكى قصر منها ولا طول

---

(١) بانت، فارقت، ابتعدت۔ جدا ہونا، دور کی جدائی کا ارادہ کرنا۔ (٢) اسم امرأة معشوقة۔ (٣) من قولهم تبلت (نصر) فلانة فلانا تتيمه و ذهبت بعقله و الحب اسقمه و افسد عقله و اعلّه (٤) بے قرار، ستری، سودائی۔ (٥) سعاد کے پیچھے۔ (٦) کچھ دے دلا کر چھڑایا نہیں گیا۔ (٧) اسیر قیدی من قولهم کبل (ضرب) الاسیر قیده و حبسه فی سجن۔ (٨) ای ظبی اغن، وهو الذی فی صورته غنة۔ (٩) غضیض الطرف نیم باز خمار چشم۔ مکحول۔ الذی فی عینه کحل سرمگیں آنکھ والا۔ (١٠) ضامرة البطن دقیقة الخصر چھوٹا پیٹ اور پتلی کمر والی۔ (١١) اذا قبلت الیك۔ (١٢) ابھرے سرین والی۔

---

www.pathagar.com

تجلو (١) عوارض (٢) ذي ظلم إذا ابتسمت (٣)
كأنه منهل بالراح (٤) معلول
شجت (٥) بذي شبم (٦) من ماء محنية (٧)
صاف بأبطح (٨) أضحى وهو مشمول (٩)
تنفي (١٠) الرياح القذى عنه وأفرطه (١١)
من صوب (١٢) سارية (١٣) وأبيض يعاليل

---

(١) دکھاتی ہے۔ من قولهم: جلا الشئ: کشف۔ (٢) آگے کے دانت، عارض کی جمع۔ (٣) الظلم۔ دانتوں کے آب و تاب، چمک دمک۔ دانتوں کی صفائی اور تیزی۔ ای ثغر ذی ظلم۔ الابتسام: مسکراہٹ تبسم کرنا۔ (٤) الراح۔ شراب۔ منہل۔ پہلی دفعہ پلایا ہوا۔ معلول۔ بار بار پلایا ہوا۔ (٥) مزجت راح کی صفت، الشج: ملانا۔ (٦) الشبم بکسر الباء، ٹھنڈا پانی۔ من بیانیہ۔ (٧) المحنیة: منعطف الوادی، وادی کا موڑ، گھماؤ، وجمعها المحانی (٨) کوہساروں اور وادیوں کی دامنوں میں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی نہر جو تیزرفتار ابطح۔ (٩) وہ پانی جو اتری ہوا کے رخ پر ہوا اور اس ہوا کے لگنے

www.pathagar.com

سے وہ ٹھنڈا بھی ہو گیا ہو۔ (۱۰) ہوا میں اس چیز سے
کو ذرا کرات کو ہٹاتی اور صاف کرتی رہتی ہیں۔
(۱۱) افرطہ ملاؤ اس کا فاعل بیض ہے۔ من افرطہ کا
صلہ ہے۔ (۱۲) برسنہ برسانا۔ (۱۳) السار یۃ رات کو
امنڈ گھمنڈ کے آنے والا بادل جو سوار و تقا بلھا القا دیۃ۔
(۱۴) یعلول کی جمع اکٹھا اور گہرا ہوا بادل۔

أَكْرِمْ بِهَا خُلَّةً (١) لَوْ أَنَّهَا صَدَقَتْ
مَوْعُودَهَا أَوْ لَوَ انَّ النُّصْحَ مَقْبُولُ
لٰكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِنْ دَمِهَا
فَجْعٌ (٣) وَوَلْعٌ (٤) وَإِخْلَافٌ (٥) وَتَبْدِيلُ (٦)
فَمَا تَدُومُ (٧) عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِهَا
كَمَا تَلَوَّنُ فِي أَثْوَابِهَا الْغُولُ (٨)

---

(١) اى خليلة ما اكرم خليلتى لو وفت - بموعودها او قبلت النصح موعودها - اى موعودها - (٢) خلط ومزج - (٣) ستانا دکھ پہونچانا - (٤) جھوٹ بولنا - (٥) اپنے وعدے پر قائم نہ رہنا - (٦) بات بدلنا ایک کو چھوڑ کے دوسرے سے آشنائی کرلینا - (٧) فما تدوم تلك الخليلة على حال تكون بها اى ملونها بل تتلون كما تتلون الغول فى اثوابها - (٨) الغول بھوت، پریت، اگیا بیتال جو رات کو دکھائی دے اسے عربی میں غول کہتے ہیں - اور جو دن کو دکھائی دے اسے عربی میں سعلاۃ کہتے ہیں - غول کی جمع اغوال وغیلان اور سعلاۃ کی سعلیات وسعالی -

www.pathagar.com

وَلَا تَمَسَّكُ (۱) بِالْعَهْدِ (۲) الَّذِى زَعَمَتْ (۳)
إِلَّا كَمَا تُمْسِكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيلُ (۴)

فَلَا يَغُرَّنَّكَ (۵) مَا مَنَّتْ (۶) وَمَا وَعَدَتْ
إِنَّ الْأَمَانِيَّ (۷) وَالْأَحْلَامَ (۸) تَضْلِيلُ (۹)

كَانَتْ مَوَاعِيدُ (۱۰) عُرْقُوبٍ (۱۱) لَهَا مَثَلًا
وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلَّا الْأَبَاطِيلُ (۱۲)

أَرْجُو (۱۳) وَآمُلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا - (۱۴)
وَمَا إِخَالُ (۱۵) لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ - (۱۶)

---

(۱) قائم نہیں رہتی - ٹھہرتی نہیں - (۲) قول و قرار عہد و پیمان - (۳) تکفلت الوفاء بہ او قالت انہا تفی بہ - (۴) غربال کی جمع، چھلنی - (۵) غرۃ، خدعۃ - (۶) سعاد کا وصل کی امید دلانا اور وصل کا وعدہ کرنا - (۷) أمنیۃ کی جمع، امید، آس - (۸) حلم کی جمع، خواب خیال - (۹) زبردست گمراہی - (۱۰) میعاد کی جمع وھو المواعدۃ و وقت الوعد وموضع الوعد - (۱۱) ھو عرقوب بن صخر رجل من العمالقۃ ضرب بہ الامثل فی اخلاف الوعد - (۱۲) وما مواعید سعاد الا باطلۃ

www.pathagar.com

لا حقیقة لہا اباطیل، واهیات، خرافات، باطل کی جمع

(۱۳) الرجاء غلبة الظن بحصول الشيء وتقول، املت الشيء املة، بفتح الهمزة وضم الميم واللام، اذا ارجوته۔

(۱۴) ان تقرب مسافة البعاد۔

(۱۵) اخال، بكسر الهمزة وهو افصح، اظن منك من جهتك۔

(۱۶) التنویل۔ عطا کرنا، عطا اے سعاد مجھے تمہاری طرف سے عطاء نوال اور ایفائے وعدہ وصال کی کوئی امید نہیں۔

أَمْسَتْ سُعَادُ بِأَرْضٍ لَا يُبَلِّغُهَا (١)

إِلَّا الْعِتَاقُ (٢) النَّجِيبَاتُ (٣) الْمَرَاسِيلُ (٤)

وَلَنْ يُبَلِّغَهَا إِلَّا عُذَافِرَةٌ (٥)

لَهَا عَلَى الْأَيْنِ (٦) إِرْقَالٌ (٧) وَتَبْغِيلُ

مِنْ كُلِّ (٨) نَضَّاخَةٍ (٩) الذِّفْرَى (١٠) إِذَا عَرِقَتْ (١١)

عُرْضَتُهَا (١٢) طَامِسُ الْأَعْلَامِ مَجْهُولُ

تَرْمِي الْغُيُوبَ (١٣) بِعَيْنَيْ مُفْرَدٍ (١٤) لَهِقٍ (١٥)

إِذَا تَوَقَّدَتِ (١٦) الْحِزَّانُ وَالْمِيلُ

---

(١) لا يبلغني إليها۔ (٢) عتيق كى جمع۔ اصيل اونچى نسل كى، عيوب سے پاك۔ (٣) نجيبة كى جمع چنى هوئى، خاندانى بڑى نفيس۔ (٤) مرسال كى جمع۔ تيز رفتار هوا سے باتيں كرنے والى۔ (٥) عذافرة، بكسر الفاء، قوى هيكل اور مضبوط اونٹنى ج عذافر بفتح العين۔ (٦) مع الأين الأين ماندگى تهكن۔ (٧) ارقال وتبغيل۔ تيز چالوں كى قسموں ميں سے دو قسميں۔ (٨) ولن يبلغها الا عذافرة كائنة من كل

ناقة نضاخة الذفری۔ (۹) زور سے بہانے والی
(۱۰) الذفری، جانوروں کے کان کے نیچے کی وہ دبی
ہوئی جگہ جہاں پر پسینہ سب سے پہلے آتا ہے۔ ذفریات
وذفاری۔ (۱۱) من باب سمع۔ (۱۲) عرضتہا ہمتہا
سلوک طریق مندرس العلامات مجہول المسالک۔
طامس مٹا ہوا، اعلام، علامات، نشانات، مجہول،
جانا بوجھا نہیں، بالکل انجان جگہ، نامعلوم
جگہ۔ (۱۳) جمع الغیب وهو ما غار من الارض، او المراد
بالغیوب آثار الطریق التی غابت معالمها عن العیون
(۱۴) نرنیل گائے۔ (۱۵) سفید، اُجلا۔ (۱۶) التوقد، جلنے
لگا۔ (۱۷) خزیز کی جمع، سخت زمین۔ (۱۸) میلاء کی جمع
ریت کا ٹیلہ تودہ ریگ۔

---

www.pathagar.com

ضَخْمٌ مُقَلَّدُهَا (١) عَبْلٌ (٢) مُقَيَّدُهَا (٣)
فِي خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الْفَحْلِ (٤) تَفْضِيلُ
غَلْبَاءُ (٥) وَجْنَاءُ (٦) عُلْكُومٌ (٧) مُذَكَّرَةٌ (٨)
فِي دَفِّهَا (٩) سَعَةٌ (١٠) قُدَّامَهَا مِيلُ

---

(١) قلادہ کی جگہ گردن موٹی ہے (٢) پر گوشت
(٣) رسی باندھنے کی جگہ، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط اور پرگوشت ہیں (٤) فحل کی بیٹیاں اونٹنیاں خدا نے اس اونٹنی کو ساری اونٹنیوں سے ممتاز بنایا ہے - اور ان سب پر فضیلت بھی عطا فرمائی ہے -
(٥) غلباء - موٹی گردن والی مذکر کے لئے اغلب غلب
(٦) اونچی کنپٹیوں والی اور طاقتور اونٹنی -
(٧) العلکوم، قوی اور مضبوط اونٹنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے ج علاکم (٨) یقال ناقة مذکرة متشبهة بالجمل فی الخلق والخلق -
(٩) الدف - پہلو ج دفوف فی دفها ای فی جنبها -
(١٠) کشادگی - پھیلاؤ -

وجلدها (۱) من اطوم (۲) لا يؤيسه (۳)

طلح (۴) بضاحية (۵) المتنين (۶) مهزول (۷)

حرف (۸) اخوها ابوها من مهجنة (۹)

وعمها خالها (۱۰) قوداء شمليل (۱۱)

---

(۱) الجلد، کھال ج جلود (۲) الاطوم کچھوا جسے سلحفاة بھی کہتے ہے ج اطمة واطم۔ (۳) اس کی کھال پر اثر نہیں کر سکتا ہے، اسے کاٹ نہیں سکتا، ایسہ۔ اثر ڈالا۔ (۴) الطلح۔ کھٹمل کی طرح ایک کیڑا ہے جو اونٹ کی کھال میں چمٹا ہوا رہتا ہے۔ کنہ چیچڑی ج الطلاح۔ (۵) ضاحیة کل شی ناحیة البارزة (۶) المتن، پیٹھ تثنیہ سے مراد پیٹھ کی دونوں جانب ج متان ومتون (۷) دبلا کمزور، نحیف، لاغر (۸) ای حرف والحرف الناقة الضامرة الصلبة، شبہت بحرف الجبل فی شبہہا او صلابتہا (۹) ای من اهل مهجنة مکرمة هجان

(۱۰) قوداء لمبی پیٹھ اور لمبی گردن والی ج قود۔

(۱۱) تیز رفتار سبک خرام۔ اخوها ابوها وعمها وخالها مثل هذا ضرب فحل بنتان فاتتا ببعيرين فضرب احدهما امه فاتت بناقة الشاعر فاحد البعيرين وهو الذی ضرب امه وهو اخو ناقة الشاعر من امها وابو ناقة ايضا والبعير الاخر عم ناقة الشاعر لانه اخو ابيها لابيه وامه وخال ناقة الشاعر لانه اخو امها لابيها والشاعر يشير بذالك الى كمال قوتها وصلابتها وغاية كرمها ونجابتها لان البهائم الى قوا بتها يشتهى منها الى غيرها ومتى كانت الشهوة اكمل كان الوالد اقوى وانجب۔

www.pathagar.com

يمشى القراد (١) عليها ثم يزلقه (٢)

منها لبان (٣) واقرب (٤) زهاليل (٥)

عير (٦) انة قذفت (٧) بالنحض (٨) عن عرض (٩)

مرفقها (١٠) عن بنات (١١) الزور مفتول (١٢)

كانما فات عينيها ومذبحها

من خطمها (١٣) ومن اللحيين (١٤) برطيل (١٥)

تمر (١٦) مثل عسيب النخل ذا خصل

فى غار (١٧) زلم تخونه (١٨) الا حا (١٩) ليل

قنواء (٢٠) فى حرتيها (٢١) للبصير (٢٢) بها

عتق (٢٣) مبين وفى الخدين تسهيل (٢٤)

---

(١) القراد چچڑی کہنہ وہ کیڑا جو اونٹ کائے بکری اور کتے وغیرہ کے بدن میں پڑجاتا ہے ج قردان (٢) الازلاق پھسلانا کہسکانا یقال ازلقه فزلق (٣) سینہ جانوروں کا سینہ، رو پتانوں کے بیچ کا حصہ (٤) قراب قرب کی جمع کمر (٥) زهلول کی جمع چکنا پھسلنے والا صاف ستھرا (٦) ای هو غیرانة اچھل کود تیز رفتاری اور شوخی میں غیر وحشی کی طرح ھے (٧) رمیت د لفظت

www.pathagar.com

(٨) النحض، گوشت کا ٹکڑا، جمع نحوض، نحاض -
(٩) کونے کونے سے (١٠) مرفقا ای مرفقاها، مرفق: کہنی، ج
مرافق - (١١) الزور: سینہ، سینہ کا بالائی حصہ یعنی
الزور: عظام الصدر وما حوالیہ من الاضلاع (١٢) بتجاف
ینبو عن الصدر سینہ سے ہٹا ہوا خمیدہ (١٣) الخطم من
الدابة مقدم انفها وفمها - (١٤) اللحی: جبڑا ج الحٍ -
واحدی - (١٥) برطیل: لمبا پتھر ج براطیل یریدان وجه
الناقة من خطمها الی العینین ومذبحها من اللحیین الی
النحر کالحجر الطویل فی الصلابة والطول فی عظیمة
الهیکل تامة الخلق (١٦) ای تمر الناقة ذنبها ذا خصل
مثل عسیب النخل والعسیب: کھجور کی پتہ دار شاخ ج
عسب وعسبان (١٧) ای علی غارز والغارز: سوکھا ہوا تھن
(١٨) لم تنقصہ (١٩) احلیل کی جمع مراد تھن کا سوراخ
(٢٠) ہی قنواء: وہ اونٹنی جس کی ناک اٹھی ہوئی
ہو اور نتھنا چھوٹا ہو (٢١) اذنیها (٢٢) لمن له معرفة بکرام
الابل (٢٣) کرم ظاهر ونجابة بارزة (٢٤) دونوں
رخساروں میں نرمی اور ملامت ہے -

www.pathagar.com

نجدى (١) على يسرات (٢) وهى لاحقة (٣)

ذوابل (٤) مسهن الارض تحليل (٥)

سمر (٦) العجايات (٧) يتركن (٨) الحصى (٩) زيما (١٠)

لم يقهن رؤوس الاكم (١١) تنعيل (١٢)

كأن أوب (١٣) ذراعيها اذا عرقت (١٤)

وقد تلفع (١٥) بالقور (١٦) العساقيل (١٧)

يوما يظل به الحرباء (١٨) مصطخدا (١٩)

كأن ضاحيه (٢٠) بالشمس (٢١) مملول

وقال للقوم حاديهم (٢٢) وقد جعلت

ورق (٢٣) الجنادب (٢٤) يركضن (٢٥) الحصى قيلوا (٢٦)

---

(١) من خدى البعير اذا سرع (٢) هلکے پھلکے پاؤں (٣) وبلے پتلے - پرگوشت نہیں - (٤) سوکھے، تاق - (٥) أى قليل ذلك تضع رجلها على الارض الا متحللة القسم وانها لم تكن حيوانا لطارت (٦) بھورے مٹیالے، اسمر، سمراء کی جمع (٧) پاؤں کے پٹھے - عجاية کی جمع (٨) يجعلن (٩) کنکر، چھوٹے پتھر واحد حصاة ج حصوات (١٠) تتر، بتر پراگندہ منتشر (١١) أکم اکام کی جمع

www.pathagar.com

إكام أكم کی جمع الجمع اکمات اکم کی جمع اکمتہ اکمۃ
کے معنی پہاڑ ٹیلہ (۱۲) نعل باندھنا اس کے پاؤں
بڑے مضبوط ہیں ان میں کچھ باندھنے کی ضرورت
نہیں ہے (۱۳) الا دب چلنے میں ہاتھ پاؤں کو جلدی
جلدی چلانا اور حرکت میں لانا (۱۴) من باب علم
(۱۵) اتعف واشتمل (۱۶) قارۃ کی جمع پتھریلی اور
اونچی زمین (۱۷) سراب والتقدیر وقد تلفعت القور
بالعساقیل (۱۸) الحرباء گرگٹ ج حرابی (۱۹) معترقا
بدراالشمس (۲۰) ضاحی کھلا ہوا سامنے (۲۱) بھنا ہوا
ملۃ کے معنی گرم راکھ (۲۲) حادی، ساربان، اونٹ
چلانے والا ج حداۃ - (۲۳) اورق کی جمع ہرا کہرا سبز
(۲۴) جندب کی جمع ٹڈی (۲۵) بدرکن (۲۶) استریحوا
بڑی شدید گرمی ہے آرام کرو۔

www.pathagar.com

شَدَّ النَّهَارِ (١) ذِرَاعَا عَيْطَلٍ (٢) نَصَفٍ (٣)

قَامَتْ فَجَا (٤) وَبَهَا نُكْدٌ مَثَاكِيلُ (٥)

نَوَّاحَةٌ (٦) رِخْوَةُ الضَّبْعَيْنِ (٧) لَيْسَ لَهَا

لَمَّا نَعَى بِكْرَهَا (٨) النَّاعُونَ مَعْقُولُ (٩)

تَفْرِي (١٠) اللَّبَانَ (١١) بِكَفَّيْهَا وَمِدْرَعُهَا (١٢)

مُشَقَّقٌ عَنْ تَرَاقِيهَا (١٣) رَعَابِيلُ (١٤)

تَسْعَى (١٥) الْوُشَاةُ (١٦) جَنَابَيْهَا (١٧) وَقَوْلُهُمُو

إِنَّكَ يَا ابْنَ أَبِي سُلْمَى لَمَقْتُولُ

---

(١) ارتفاع النہار ٹھیک دوپہر کا وقت ای کان
ادب ذراعی ہذہ الناقۃ ادب ذراعی امرأۃ طویلۃ
متوسطۃ لسن - (٢) امرأۃ عیطل، طویلۃ فی الحسن
سروقد عورت اونچے قد وقامت کی عورت (٣) دھیر
عورت ج انصاف ونصف (٤) نکداء کی جمع وہ عورت
جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو (٥) جمع مثکال کی وہی
الکثیرۃ الشکل یقال نساء الغزاۃ مثاکیل یرید ان
ذراعی ہذہ الناقۃ فی سرعتہا فی السیر ذرعا ہذہ
المرأۃ فی الملطم لما فقدت ولدہا وجاوبہا نساء مثاکیل
قد فقدن اولادہن - (٦) بڑی نوحہ خواہ اور ماتم کرنے

والی عورت (۷) نرم بازو والی، ضخم بازو، ج اصهنا ء
(۸) اول ولدها ناعون موت کی خبر دینے والے (۹) أی
مقل (۱۰) ألفری، پهاڑنا، نوچنا، کاٹنا (۱۱) اللبان
سینه وغیره (۱۲) المدرع عورتوں کی قمیص
(۱۳) ترقوة کی جمع، وه هڈی جو گردن کے نیچے اور سینه
کے اوپر هوتی هے هنسلی (۱۴) ٹکڑے ٹکڑے پرزے پرزے
(۱۵) سعایة ادهر کی ادهر لگانا آگ لگاتے پهرنا
(۱۶) واشی کی جمع مفسد، چغلخور، بات لگانے والا
(۱۷) جنابی سعاد الجناب ما قرب من محلة القوم۔

---

www.pathagar.com

وَقَالَ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ آمُلُهُ (١)
لَا أُلْهِيَنَّكَ (٢) إِنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ

فَقُلْتُ خَلُّوا سَبِيلِي لَا أَبَا لَكُمُ
فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمٰنُ مَفْعُولُ

كُلُّ ابْنِ أُنْثَى انْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ
يَوْمًا عَلَى آلَةٍ (٣) حَدْبَاءَ مَحْمُولُ

أُنْبِئْتُ (٤) أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي (٥)
وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (٦) مَأْمُولُ

---

(١) أرجى اعانته في الشدائد وأرجو مساعدته في المهمات۔

(٢) میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔

(٣) آلة الحدباء، مراد مردے کا تابوت مردے کا جنازہ۔

(٤) اخبرت۔

(٥) الوعد في الخير والايعاد في الشر۔

(٦) مرجو ومطموع فيه۔

فقد اتيتُ رسولَ الله مُعتذرًا
والعذر عند رسول الله مقبول
مَهلاً هدَاك الذى اعطاك نافلة ال
قُران فيها مواعيظ وتفصيل
لا تاخذنّى باقوال الوشاة ولم
اذنب وان كثرت فىّ الاقاويل
لقد اقوم مقامًا لو يقوم به (١)
ارى واسمَعُ ما لو يسمع (٢) الفيل (٣)
لظلّ يرعَدُ الا ان يكون لهٗ
من الرسول باذن الله تنويل (٤)
حتّى وضعتُ يمينى لا انازعهٗ (٥)
فى كفّ ذى نقماتٍ (٦) قيله القيل (٧)
لذاك اهيَبُ عندى اذ اكلّمهٗ
وقيل (٨) انك منسوب ومسئول

---

(١) اى قبه (٢) ماضى پر داخل هوتا هے كبهى مستقبل پربهى داخل هوتا هے جيسے لو يطيعكم (٣) ألفيل، ها تهى أفيال وفيول وفيلة (٤) تنويل - دينا، نواله عطيه' يهاں مراد جان بخشى معافى - (٥) لا اخالفه - (٦) كافروں سے انتقام لينے والا - (٧) قول القول إذا قال شيئًا فعله القول والقيل والقال كل ثلاثة اسم مصدر - (٨) أى انك كعب بن زهير الذى ابدرو معه دون غيرك ممن هذا اسمه اونسبت اليك امور مستنكرة -

www.pathagar.com

من خادر (١) من ليوث الأسد مسكنه
من بطن (٢) عثر غيل (٣) دونه الغيل
يغدو فيلحم (٤) ضرغامين (٥) قوتهما (٦)
لحم من القوم معفور (٧) خراديل (٨)
اذا يسا (٩) ور قرنا لا (١٠) يحل له
أن يترك القرن الا وهو مجدول (١١)
منه تظل سباع الجو (١٢) ضامزة (١٣)
ولا تمشى بواديه الاراجيل (١٤)
ولا يزال بواديه أخو ثقة
مطرح (١٥) البز والدرسان (١٦) مأكول

---

(١) أى من أسد خادر فى الأجمة يعنى آپ کا رعب داب جھاڑیوں میں چھپے رہنے والے شیر سے بھی زیادہ تھا (٢) عثر ماسدہ شہرستان، عثر کی طرح، بقم، شلم، خضم، شمر بذر، سب کے سب أسماء ہیں (٣) الغیل، جھاڑی ج اغیال وغیول (٤) لحمه وفتح أطعمه اللحم، هذه على اللغة الفصحى (٥) شیلہ ضرغام - شیر ج ضراغیم (٦) قوت روزی، خوراک، بھراوقات (٧) مٹی میں لتھڑا ہوا (٨) خردلة کی جمع

www.pathagar.com

ٹکڑے ٹکڑے، بچے بچے۔ (۹) المساورة، جست لگانا اچھل کر حملہ کرنا (۱۰) اَلقرن۔ ہمسر ہمتا برابر کا ٹکر کا جوڑ اَقران (۱۱) زمین پر چت (۱۲) مراد جنگل، میدان۔ (۱۳) چپ چاپ، دم دبائے ہوئے خاموش (۱۴) اَلرجالة (۱۵) ہتھیار، تلوار۔ خود زرہ وغیرہ (۱۶) درس کی جمع نچا پھٹا کپڑا۔

اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يَسْتَضَاءَ بِهِ

مُهَنَّدٌ (۱) من سيوف اللهِ مَسْلُولُ (۲)

فِىْ فتية من قُرَيش قَالَ قائلُهُم

ببطن مكّة (۳) لمّا اسلمُوْ (۴) ازولوا (۵)

زالوا (۶) فما زال انكاس (۷) ولا كشفٌ (۸)

عند اللقاء ولَا ميلُ (۹) مَعَازيل (۱۰)

شُمُّ (۱۱) العرانين أبطال (۱۲) لَبُوسُهُم (۱۳)

من نَسْج (۱۴) داود فى الهيجا (۱۵) سَرَابيل (۱۶)

---

(۱) من سيوف الهند وانما نسبت السيوف اليها لان سيوف الهند كانت أحسن السيوف واشهرها (۲) تمام سے

یا ہوں برہنہ تلوار (۳) أی واری مکۃ (۴) حین
(۵) تحولوا و انتقلوا من مکۃ الی المدینۃ
(۶) سب چلے مکہ کو۔
(۷) نکس کی جمع کمزور و نکما۔ (۸) کشف کی جمع جس کے
پاس سپر نہ ہو (۹) أمیل کی جمع۔ جس کے پاس
تلوار نہ ہو۔ گھوڑے کی سواری نہ جاننے والا
(۱۰) معزال کی جمع نہتا جس کے پاس ہتھیار نہ ہو
(۱۱) شم کی جمع۔ عرانین۔ عرانین کی جمع ناک اونچی ناک
والے یعنی بلند مرتبہ اور اونچی پوزیشن والے (۱۲)
بطل کی جمع بہادر، ہیرو، ایسا شخص جس سے کوئی اپنا
بدلہ و انتقام نہیں لے سکتا ساری تدبیروں اور
لوگوں کے مطالبات کو باطل اور بیکار دیتا ہے (۱۳)
پہنا ہوا ہتھیار۔
(۱۴) داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کا بنا ہوا یعنی زرہ، اسم
داؤد منسوجہ (۱۵) الھیجاء یا امد جنگ لڑائی (۱۶)
سربال کی جمع زرہ۔

بیض (۱) سَوَابِغُ (۲) قد شُکَّت (۳) لَهَا حَلَقٌ (۴)
كَأَنَّهَا حَلَقُ القَفعَاءِ (۵) مَجدُولُ (۶)

www.pathagar.com

لا يفرحون (۷) اذا نالت رماحهم

قوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا (۸)

يمشون مشي الجمال (۹) الزهر يعصمهم (۱۰)

ضرب (۱۱) اذا عرد (۱۲) السود التنابيل (۱۳)

لا يقع الطعن الا في نحورهم

وما لهم عن حياض (۱۴) الموت تهليل (۱۵)

---

(۱) سرابیل کی پہلی صفت، بیضاء کی جمع چمک‌دار صاف براق (۲) سابغة کی جمع ڈھیلی ڈھالی اور سر سے پاؤں تک کی زرہ (۳) ای أدخل بعضها فی بعض (۴) حلقة کی جمع کڑا چھلہ حلقہ (۵) ایک قسم کی گھاس جس کی پھول چھلے کی طرح گول بن جاتی ہے اور زرہ کے حلقوں کو اسی سے تشبیہ دیئے ہیں۔ (۶) صفت اخری لسرابیل و تذکیرہ بتاویل کل واحد منہا مجدول کے معنی بڑھا ہوا بڑا ای مضبوط بناوٹ کی زرہ (۷) ای اذا غلبوا لا یفرحون واذا غلبوا لا یجزعون مجازیع مجزاع کی جمع حد سے زیادہ داویلا مچانیوالا۔ (۸) ذا اصیبوا (۹) ای أبیض (۱۰) یمنعہم (۱۱) ضربہم بالسیوف وطعنہم بالرماح (۱۲) فر (۱۳) تنبال کی جمع پست قد، چھوٹے قد کا (۱۴) فی روایة حیاض الموت بالضاد المعجمة ای شدائد الموت ومضائقہ (۱۵) پیچھے ہٹنا، منہ موڑنا، بھاگ نکلنا۔

IFB—84-85—/P—5250—1.8.1984

www.pathagar.com

www.pathagar.com